CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৩ মে, ২০২১ ইং ■ ২৯ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুর নিগম এলাকায় লাগামহীন করোনা, ৫, ২১ ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা

আগরতলা, ১২ মে (হি. স.)।। করোনা-র শৃঙ্খল ভাঙ্গার লক্ষ্যে পুর নিগম-র ৫, ২১ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড-কে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রসাশন। ওই তিনটি ওয়ার্ড-র ২ কিমি ব্যাসার্ধে সমস্ত রকম গতিবিধি-তে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু মাত্র জরুরি ভিত্তি-তে কিছু পরিসেবা সচল থাকবে। আগামী ১৩ মে দুপুর ১২টা থেকে ২২ মে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর হবে। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে বলা হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে নেন। এটি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারের জন্যই প্রযোজ্য হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে বুধবার জেলা শাসকের তরফ থেকে বিজ্ঞাপ্তিতেবলা হয়েছিল বৃহস্পতিবার সকাল পাঁচটা থেকে এই বিধি কার্য্যকর হবে। তবে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কনটেনমেন্ট জোনের প্রায় সাড়ে তিনশ পরিবারকে বিনামূল্যে ফুড পেকেট সরবরাহ করা হবে।

কনটেনমেন্ট জোন এলাকা চিহ্নিত করছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় ওই জেলায় রোজ সংক্রমিত-র সংখ্যা সর্বাধিক পাওয়া যাচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় হল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পুর নিগম এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার নিয়েছে, নৈশকালীন কারফিউ জারি করেও সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। ফলে, ওয়ার্ড ভিত্তিক কন্টেনমেন্ট জোন-র মাধ্যমে করোনা-র শৃঙ্খল ভাঙ্গার পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার আজ পুর নিগম এলাকায় ৫, ২১ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড-কে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বর্তমানে, পুর নিগম-র ৫ নম্বর ওয়ার্ড-এ ১১২০৪ জন, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ১১৩৭৩ জন এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪৪০০ জন নাগরিক রয়েছেন। করোনা-র সংক্রমণ থেকে পুর নাগরিক-দের রক্ষায় ওই তিনটি ওয়ার্ডে সমস্ত ধরনের গতিবিধি-তে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু মাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী-র দোকান ভোর ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য দফতর এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মী, আরক্ষা প্রশাসন এবং জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত-দের ওই আদেশ কার্যকর হবে না।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক জেলা পুলিশ সুপার-কে ওই তিনটি ওয়ার্ডে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত কোনভাবেই না হয় টা সুনিশ্চিত করতে বলেছেন। এদিকে, জরুরি পরিসেবার যুক্ত ব্যক্তি-রা কেবল সচিত্র পরিচয়পত্র দেখালেই ওই ওয়ার্ডগুলিতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহে পুর নিগম চিহ্নিত দোকানী-র কাছ থেকে ওই ওয়ার্ডের নাগরিক-রা ক্রয় করতে পারবেন। এছাড়া, পুর নিগমের তরফে ওই তিনটি ওয়ার্ডে প্রতিনিয়ত স্যানিটাইজেসন করতে হবে।

শুধু তাই নয়, করোনা-র সংক্রমণ ছড়িয়ে পরা এড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ির অন্তত একজন সদস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এদিকে, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুত দফতর-কে ওই তিনটি এলাকায় পানীয় জল ও বিদ্যুত পরিসেবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে ফের চার হাজারের বেশি দৈনিক মৃত্যু, ৩.৪৮ লক্ষাধিক সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪২১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,২০৫ জন রোগীর। একইসঙ্গে মঙ্গলবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৩৮ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭,৫২,৩৫,৯৯১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১১,১২২। ১১,১২২ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭.০৪-লক্ষতে (১৫.৮৭ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৪৮,৪২১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৩৩,৪০,৯৩৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪,২০৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪,১৯৭ জন (১.০৯ শতাংশ)। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ০৪ হাজার ০৯৯ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৩৮ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৯৩,৮২,৬৪২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৩.০৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৯১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৪,৪৬,৬৭৪ জনকে।

এদিকে, ভারতে ৩০.৭৫-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ মে সারা দিনে ভারতে ১৯,৮৩, ৮০৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩০,৭৫,৮৩,৯৯১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৮৩,৮০৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪২১ জন।

ভারতে ফের কমল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১১,১২২। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৫,৩৩৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৫৪,১৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.০৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,২০৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ৯৩,৮২,৬৪২ জন (৮৩.০৪ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৭,০৪,০৯৯ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৫.৮৭ শতাংশ)।

করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুত ত্রিপুরা মানুষের সহযোগিতা চাই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১২ মে (হি. স.)।। করোনা-র ঝড় মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত। কিন্ত, করোনা-বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে মানুষের উদাসীনতা এই যুদ্ধে জয় ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সহযোগিতা ছাড়া করোনা-কে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা-র লাগামহীন বৃদ্ধি-তে আক্ষেপ করে এ-কথা বলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, হাসপাতাল থেকে শুরু করে কোভিড কেয়ার সেন্টার পর্যন্ত পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট ভাল অবস্থায় রয়েছে ত্রিপুরা। এখন চাই শুধু জনগণের সহায়তা।

এদিন তিনি এক তথ্য তুলে ধরে বলেন, এখন ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ২২১। তেমনি, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২০ এবং আইজিএম হাসপাতালে ১০০ শয্যা প্রস্তুত হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ৭টি ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার-এ ৫০১টি শয্যা এবং ১৯টি কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১৫৬৫টি শয্যা ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় আইসোলেশন শয্যা ১৯৬৫টি, অক্সিজেন যুক্ত শয্যা ৮৪৮টি, আইসিইউ ৬৮ এবং ভেন্টিলেটর ৯৭টি রয়েছে। এছাড়া, কোভিড আক্রান্তদের পরিষেবায় ৬১টি অ্যাম্বুলেন্স দিনরাত দৌড়ঝাপ করছে।

তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরায় দেখা যাচ্ছে করোনা ভয়াবহ আকার নিলেও সামাজিক দুরত্ব মেনে চলছে না কেউ। এক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান এসেও কাউকে বাঁচাতে পারবেন না। বিশেষজ্ঞ-দের মতামত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিবনগরে দুই পরিবারের সংঘর্ষে মহিলা সহ আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ের শিবনগর এলাকায় প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে মহিলাসহ আহত হয়েছেন পাঁচজন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিশালগড় থানার অন্তর্গত শিবনগর এলাকায় জল নিষ্কাশনী ড্রেন নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছেএবং বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে মহিলা সহ আহত হয়েছেন ৫ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

সংবাদে প্রকাশ বুধবার বেলা আনুমানিক ১১.৩০ নাগাদ শিব নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের একটি গ্রামের রাস্তার জল নিষ্কাশন এর ড্রেন নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। রেবতী ভৌমিক এর বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। আহত হয় পাঁচজন।আহতরা হলেন রেবতী ভৌমিক ,সাধনা ভৌমিক, ঝুমা ভৌমিক, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৪১৬ জন, মৃত্যু ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪১৬ জন। এবং মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। চব্বিশ ঘন্টায় ১২৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রচারিত মিডিয়া বুলেটিনে বলা হয়েছে, এদিন আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয়েছে ৯০৬ জনের। তারমধ্যে পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে ৯৮ জনের।

অন্যদিকে, রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে ৪ হাজার ৩৮৮ জনের। তার মধ্যে পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে ৩১৮ জনের। এদিন মোট ৫ হাজার ৩৮৮ জনের। এদিকে, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৩৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৭ জন, গোমতী জেলায় ১৭ জন, ধলাই জেলায় ০৯ জন, উত্তর জেলায় ৩৭ জন, উনকোটি জেলায় ৪২ জন এবং খোয়াই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ জন।

রাজ্যে ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ শুরু আজ

আগরতলা, ১২ মে (হি. স.)।। আগামীকাল থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচী। এই বয়সসীমার সকলের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আবেদন জানিয়ে ট্যুইট করে বলেছেন, টিকাকরনের জন্য cowin.gov.in সাইটে আপনার নাম তালিকাভুক্ত করে, নির্ধারিত দিনে আপনার নিকটবর্তী টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়ে টিকা নিন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক ভাবে ৪৫ বছর ও তদুর্ধ ব্যক্তিদের টিকাকরণের ক্ষেত্রে যে মাত্রায় সাফল্য এসেছে, আমার বিশ্বাস এই ক্ষেত্রেও ১৮ থেকে ৪৪ বছরের সমস্ত নাগরিক এই টিকাকরণের সুযোগ নেবেন ন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা পরাস্ত করতে পারব এই মহামারীকে।

তিনি বলেন, কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যে টিকাকরণ চলছে। তাতে আরও গতি সঞ্চারিত করতে রাজ্য সরকার পৃথক ভাবে ১৫ হাজার ১৫০ ডোজ ভ্যাকসিনের বরাদ্দ করেছে। যা ১৮-৪৪ বছর বয়স পর্যন্ত রিকশা চালক, অটো রিকশা চালক, সাংবাদিক, বিদ্যুত দফতরের কর্মীবর্গ, এফসিআই কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী, এয়ারপোর্ট ট্রাফিককন্টোলকর্মী ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের কর্মীদের সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার দুটি সংস্থার কাছে ভ্যাকসিনের অর্ডার দিয়েছে। তা এলেই রাজ্যে ১৮ উর্ধদের সার্বিক টিকাকরণ শুরু হবে।

কিছুটা বিলম্ব হলেও, অবশেষে ত্রিপুরায় ১৮ উর্দ-দের টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুর নিগম এলাকার বাসিন্দা-দের টিকা দেওয়া হবে। এ-বিষয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-র ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা ড় সিদ্ধার্থ শিব জৈসয়াল বলেন, প্রস্তুতকারক সংস্থা টিকা সরবরাহে বিলম্বের কারণে ১ মে থেকে ১৮ উর্দ-দের টিকাকরণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের দেয়া ডোজ শেষ আপাতত বন্ধ টিকাকরণ

আগরতলা, ১২ মে।। প্রয়োজনীয় টিকার অভাবে রাজ্যে আপাতত করোনা-র টিকাকরণ বন্ধ রয়েছে। ১৬ মে পর্যন্ত টিকাকরণ বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এ-বিষয়ে রাজ্যের টিকাকরণ আধিকারিক ডা: অভিজিত দাস বলেন, পশ্চিম জেলায় আজ থেকে করোনা-র টিকা দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টিকা-র ডোজ পাঠিয়েছিল তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, আপাতত কয়েকদিন টিকাকরণ কর্মসূচি বন্ধ থাকবে। তবে, চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আগামী ১৬ মে-র মধ্যে টিকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ম্যাচিউরিটির টাকা না পেয়ে সাহারা অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ম্যাচিউরিটি টাকা সময়মত ফেরত না পেয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। ক্ষুব্দ ভোক্তারা বুধবার উদয়পুরে সেন্ট্রাল রোডে সাহারার স্থানীয় অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বুধবার উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডে সাহারা এজেন্ট কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড র অফিসে গ্রাহকদের ম্যাচিউরিটির টাকা ফেরত দেওয়ার জোরালো দাবি জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা টাকা ফেরত দিতে তাল বাহানা করছে বলেছে বলে অভিযোগ।আজ না কাল দেবে বলে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারনা করছে বলে গ্রাহকদের পক্ষ থেকে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেয়া হয়। বুধবার সকাল থেকে অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে নারী-পুরুষ সহ ৪০ জন গ্রাহক।খবর পেয়ে রাধা কিশোর পুর থানা থেকে ছুটে যায় পুলিশ।উওেজিত গ্রাহকদের শান্ত করে পুলিশ।

এদিকে জনৈক এজেন্ট সাংবাদিকদের কাজে বাধা দিতে থাকে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এজেন্টকে সরিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের কাজের সুবিধা করে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাহারার পক্ষ থেকে আগামী ১৪ মে ম্যাচিউরিটির টাকা দেওয়া হবে বলে জানান গ্রাহকদের আশ্বস্ত করা হয়।সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ ভোক্তারা আপাতত তাদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে পুলিশের জালে মাদক পাচারকারী

চুড়াইবাড়ি, ১২ মে (হি.স.)।। অবৈধভাবে বিলেতি মদ পাচার করতে গিয়ে বমাল অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি পুলিশের জালে পড়েছে অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন লোয়াইরপোয়ার জনৈক বাসিন্দা। ধৃত ব্যক্তিকে জনৈক অধীরচন্দ্র বর্মনের ছেলে সঞ্জীব বর্মন (৪৬) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ বুধবার দুপুরের দিকে।

এ ব্যাপারে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান, অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে আজ পুলিশের নাকাচেকিঙের সময় এএস ১০ সি ৪১৩৯ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে হামলার ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

রাজ্যপালের দারস্থ হলেন সিপিএমের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উপর সম্প্রতি শান্তিরবাজারে সংঘটিত আক্রমণ নিয়ে বুধবার রাজ্যপাল রমেশ বৈসের দ্বারস্থ হয় সিপিএম। এই মর্মে চারজনের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে ওইদিনের ঘটনার যথাযথ বিচার-সহ বিরোধী দলের নেতা-বিধায়কদের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। সিপিএমের প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ কর, নরেশ জমাতিয়া, রমা দাস ও রাধাচরণ দেববর্মা।

পরে মেলারমাঠে সিপিএমের রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নারায়ণ কর বলেন, আমাদের স্মারকলিপি পেয়ে ও বক্তব্য শুনে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এ রাজ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব কর্মসূচি সংঘটিত করার অধিকার রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক সন্ত্রাস হবে না বলে তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

একই সঙ্গে বলেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশের মহানির্দেশকে ডেকেছেন। এছাড়া বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতির সঙ্গেও কথা বলবেন। কথা বলবেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গেও। সব মিলিয়ে রাজ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব কর্মসূচি করার সাংবিধানিক অধিকার থাকবে বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন। সিপিএমের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে নরেশ জমাতিয়া, রমা দাসও ছিলেন।

রোজভ্যালী নিয়ে সাধারণ মানুষ সেদিন সোচ্চার হয়েছিল ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। শান্তিরবাজারে বিরোধী দল সিপিএমের নেতা সহ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের উপর হামলার সাথে বিজেপির কোন কার্যকর্তা জড়িত নয়। আবারও জোর দিয়ে একথা বললেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ওইদিন সিপিএম নেতৃত্বের উপর হামলার সাথে কারা জড়িত তা পুলিশ তদন্ত করছে। তবে সেদিন চিটফান্ড রোজভ্যালীর কেলেংকারী নিয়ে সরব হয়েছিল আক্রমণকারী। তবে এই ধরনেব আক্রমণ ও হামলার নিন্দা বিজেপি আজও করছে। তবে বিজেপির কোন নেতা কর্মী এই ঘটনার সাথে জড়িত নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র আরও বলেন, বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে সিপিএম, কংগ্রেস-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নেতিবাচক রাজনীতি করে চলেছে। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনবিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে। এই দুঃসময়েও রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারছে না। কোভিড চিকিৎসায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা করার পরিবর্তে দুর্বল করে দিচ্ছে। এটা হওয়া উচিৎ নয়। এ ধরনের ঘটনায় ধিক্কার জানায় বিজেপি। প্রসঙ্গত, এদিনই জাতীয় স্তরে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস সহ ১২টি রাজনৈতিক দলের তরফে কোভিড চিকিৎসায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে রাজ্যগুলোকে টিকা প্রদান-সহ আরও কিছু বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে প্রশ্ন তোলা হয়। এ ব্যাপারে বিজেপি-র প্রদেশ মুখপাত্র বলেন, এখন চিঠি চিঠি খেলার সময় নয়। সরকারের সমালোচনা করারও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম কেয়ার্সর টাকায় কেনা হবে অক্সিকেয়ার সিস্টেম

নয়াদিল্লি, ১২ মে(হি.স.) ।। দেশজুড়ে অক্সিজেনের সংকট কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার। এবার পিএম কেয়ার্স-র টাকা থেকে দেড় লক্ষ অক্সিকেয়ার সিস্টেম কিনতে চলেছে কেন্দ্র। এজন্য পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে ৩৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অক্সিজেন পরিষেবা পৌঁছে দিতে আরও সুবিধা হবে।

এই অক্সিকেয়ার সিস্টেমগুলি মূলত সিলিন্ডার থেকে রোগীর শরীরে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে কাজে লাগে। অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন থাকলেও অক্সিকেয়ার সিস্টেম না থাকায় রোগীকে বাঁচানো যাচ্ছে না। সেজন্যই অক্সিকেয়ার সিস্টেম কেনার সিদ্ধান্ত। সূত্রের খবর, দেড় লক্ষ অক্সিকেয়ার সিস্টেম কেনা হচ্ছে, তার মধ্যে ১ লক্ষ ম্যানুয়াল বাকি ৫০ হাজার অটোমেটিক। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই দেড় লক্ষ অক্সিকেয়ার সিস্টেমই তৈরি করেছে ডিআরডিও। ডিআরডিও-র দাবি, এই সিস্টেমগুলি ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিশ্রম অনেকটাই কমানো যাবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে অক্সিজেন সংকট মেটাতেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকেই দেশজুড়ে ৫৫১টি মাইক্রো অক্সিজেন প্লান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই অক্সিজেন প্লান্টগুলি তৈরি হবে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই। ওই এলাকার যাবতীয় অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে তা কাজে লাগবে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে এই ৫৫১টি প্রেসার সউইং মেডিক্যাল অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি করা হবে। এই প্লান্টগুলি জেলা হাসপাতাল বা বড় সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২০৯ ■ ১৩ মে ২০২১ ইং ■২৯ বৈশাখ ■ বৃহস্পতিবার ■১৪২৮ বঙ্গাব্দ

টিকার যোগান

সময়ের দাবিতে ও বাস্তবিকতার নিরিখে করোণা টিকাকরণকে গোটা দেশে সকল অংশের মানুষের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। পাশাপাশি জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরী। শুধুমাত্রর সরকারি প্রচেষ্টাতেই টিকাকরণ উৎসব সর্বাঙ্গীন সফল করা সম্ভব হইবে না।দেশে টিকা-উৎসবের ডাক দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে অতিমারির দ্বিতীয় প্রবাহের যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার গতি রোধে টিকাকরণ কর্মসূচিটিকে জোরদার করিবার কথা বিশেষজ্ঞরাও বলিয়াছেন। বস্তুত, টিকাকরণের হার বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা ভিন্ন এই কালান্তক ব্যাধির সঙ্গে লড়াইয়ে সাফল্য মিলিবে না। প্রধানমন্ত্রী শব্দ লইয়া খেলিতে ভালবাসেন। তাই টিকা প্রদান এবং গ্রহণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে লইয়া যাইবার বিষয়টি তাঁহার ভাষায় 'উৎসব'। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু উৎসবের উপকরণ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তো? একাধিক রাজ্য সম্প্রতি টিকাসঙ্কটের অভিযোগ তুলিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে চাহিয়াও টিকা মিলিতেছে না। আঠারো হইতে চৌচল্লিশ বয়সীদের টিকাকরনের কথা বলা হইলেও বাস্তবে তাহা দুরহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।কারন চাহিদা মত টিকার জোগান নাই।

টিকাকরণ শুরুর চার মাস পরেও জনসংখ্যার নিরিখে টিকাকরণের হার যথেষ্ট বাড়িল না, এবং টিকা বিতরণ ও মজুতের ক্ষেত্রেও বিস্তর ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। পরিণতি, মহারাষ্ট্রের ন্যায় একাধিক রাজ্য যখন দ্বিতীয় প্রবাহে ধরাশায়ী, তখনই তাহাদের হাতে পর্যাপ্ত টিকা নাই। উদ্বেগ বাড়াইয়া কেন্দ্র সম্প্রতি ইহাও জানাইয়াছে যে, আঠারো হইতে চৌচল্লিশ বয়সীদের টিকাকরনের-জন্য প্রয়োজনীয় টিকা এখনও কেন্দ্রের নাই। অথচ পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, এই পর্যায়ে আক্রান্তদের এক বৃহৎ অংশের বয়স ২৫ হইতে ৪০-এর মধ্যে। সকলের জন্য টিকা একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আবেদন কার্যত বিফলে। কেন্দ্রীয় যুক্তি ব্রিটেন-সহ পশ্চিমের দেশগুলিতেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ব্রিটেনই যদি কেন্দ্রের নিকট অনুকরণযোগ্য মনে হয়, তবে ইহাও বিচার্য যে, গত তিন মাসে সেই দেশে টিকাকরণের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং টিকাকরণের কল্যাণেই পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হইয়াছে ব্রিটেনে। ভারতে সেই স্বস্তি কোথায়?টিকাকরণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিবার ক্ষেত্রে প্রথম অভিযুক্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অবশ্যই এক বৃহৎ সংখ্যক অ-সচেতন নাগরিক। বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তাঁহারা অমিত বিক্রমে করোনাবিধিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন এবং যথেষ্ট সংখ্যায় টিকা লইতেছেন না। টিকা লইবার ক্ষেত্রে নাগরিক অনীহার বিষয়টি গোড়া হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম দিকে প্রচুর টিকা নষ্ট হইবার কারণও ইহাই। অথচ, পোলিয়োর ন্যায় একাধিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সরকারি প্রচেষ্টা এবং নাগরিক সদিচ্ছা একত্রে মিলিলে তবেই সেই রোগ নির্মূল সম্ভব। টিকা শুধুমাত্র ব্যক্তি কল্যাণ নহে, সামগ্রিক ভাবে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করিয়া থাকে। সুতরাং, ফাঁকিবাজির জায়গা নাই। সরকার যেমন কাহাকে, কখন, কী ভাবে টিকা দেওয়া হইবে তাহা দেখিবে; নাগরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজ লইলেন কি না নজরদারি করিবে, টিকার জোগান অব্যাহত রাখিবে; তেমনই নাগরিকও সেই কর্মকাণ্ডে যোগদান করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিবেন ইহাই কাম্য। অন্যথায়, অতিমারি জিতিবে। মানব সভ্যতা বিপজ্জনক পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। স্বাভাবিক কারণেই সময় থাকিতে এই বিষয়ে সময় উপযোগী চিন্তাভাবনা করিতে হইবে।অন্যথায় বিপর্যয় অনিবার্য।

প্রেসিডেন্সিতে নিভৃতাবাস তৈরি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে বার্তা আইসি-র

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : স্বাস্থ্য দফতরের ইতিবাচক বার্তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সিতে করোনা আক্রান্তদের পরিষেবার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও জবাব না পেয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসোলিডেশন (আইসি)।অর্থনীতির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আই সি-র অহন কর্মকার এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আই সি-র আসিফ আবদুল্লা এই চিঠি মেল করেছেন। বুধবার তাঁরা জানান, "প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনা পরিষেবার উদ্যোগে স্বাস্থ্য দফতরের সম্মতি আদায় করে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে, কর্তৃপক্ষের তরফে আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে থাকার বার্তাই পেয়েছিলাম। তারপর আমাদের প্রস্তাব পেয়ে স্বাস্থ্য দফতর আমাদের ইমেল করার পাশাপাশি, একই মেল উপাচার্যকে পাঠিয়ে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেছে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই উদ্যোগের পাশে থাকার বার্তাও মিলেছে।এরপর থেকেই অদ্ভুতভাবে ডিন অব স্টুডেন্টস বা রেজিস্ট্রার কেউই আর আমাদের ফোনে বা মেলে কোনোরকম জবাব দিচ্ছেন না! আই.সি.-র তরফে আহ্বান সামনে আসার পর অসংখ্য প্রাক্তনী এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রী এই উদ্যোগে পাশে থাকার কথা জানিয়ে অগুনতি মেল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব। স্পষ্টতই, কর্তৃপক্ষের ঢিলেমির কারনেই এতটা অগ্রগতি সত্ত্বেও কাজটা থমকে আছে। কোভিডের এই বাড়াবাড়ি, শহর জুড়ে শয্যার আকাল, অক্সিজেনের কমতির প্রেক্ষিতে দেখলে কম আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রেসিডেন্সিতে একটা নিভৃতাবাস তৈরির উদ্যোগের গুরুত্বটা যে কী, তা তো আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। যে কারণে ছাত্র, প্রাক্তনী এমনকি শিক্ষকমহল থেকেও আমরা সংহতিবার্তা পেয়েছি।

মঙ্গলবারের বৃষ্টির জেরে এখনও জলমগ্ন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ

কলকাতা,১২ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবার বেলা বাড়তেই বৃষ্টি নামে শহর জুড়ে। অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে যায় শহরের বিভিন্ন এলাকা। গোটা একটা দিন কেটে গেলেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় নামেনি জল।মঙ্গলবারের বৃষ্টির জেরে বুধবারও জলমগ্ন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর বিভিন্ন এলাকা।

মঙ্গলবার ঝমঝমিয়ে মুষলধারে বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। সেই পূর্বাভাস মতই মঙ্গলবার বেলা বাড়তেই অন্ধকার করে নামে বৃষ্টি। এক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায় ধর্মতলা থেকে পার্ক স্টিট সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ থেকে ঠনঠনিয়া, উল্টোডাঙ্গা। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জল থৈ থৈ করছে সর্বত্র। একদিন কেটে গেলেও নামে না বৃষ্টি। মহম্মদ আলি পার্ক, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বেশ কয়েকটি জায়গায় এখনও জল। সেই জলা জমে দাড়িয়েই ট্রাফিক পুলিশকর্মীরাই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

মালদায় সংবর্ধনায় ভাসলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

মালদা, ১২ মে (হি. স.) : মালদার মাটিতে পা রাখতেই সংবর্ধনায় ভাসলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁকে দেখা মাত্রই উত্তেজনায় শুরু হয় আবির খেলা, ফাটানো হয় বাজিও। মোথাবাড়িতে পৌঁছতেই শুভেচ্ছা জানান মোথাবাড়ি থানার ওসি মৃনাল চ্যাটার্জি, কালিয়াচক-২ ব্লক সভাপতি সুধীর দাস-সহ অন্যান্য নেতারা। সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত নব নিযুক্ত মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মালদা জেলায় এই প্রথম তৃনমূল কংগ্রেস ১২টি বিধানসভার মধ্যে ৮টি বিধানসভার দখল করেছে। বিগত ২০১১ ও ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল শাসক দলকে। স্বভাবিক ভাবেই শাসক দলের কর্মী সমর্থক সহ নেতাদের আশা ছিল জেলা থেকে হয়ত এবার একাধিক মন্ত্রী হবেন। শেষ পর্যন্ত একজনই মন্ত্রী পদ পেলেন। তিনি জানিয়েছেন, 'মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এদিন মালদায় প্রথম পা রাখা আমার। এসেই এভাবে সংবর্ধনা পাব, ভাবতেই পারি নি। আজ আমার বিশেষ দিন। যে ভালবাসা মোথাবাড়ির মানুষ দিয়েছেন, তা কোনও দিন আমি ভুলবো না। যদিও করোনা আবহে মানুষের জমায়েত এড়াতে ট্রেনে না এসে সড়কপথে এসেছি। তারপরেও মানুষের উচ্ছ্বাস, তা ভোলার নয়।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভূগর্ভস্থ পানীয় জল সংরক্ষণে সচেষ্ট না হলে আগামীদিন ভয়ঙ্কর

প্রভুদান হালদার

সম্প্রতি খবর 'ওয়াটার এইড' নামে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক সমীক্ষায় দাবি করেছে, ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ জলের অভাবে গৃহহীন হয়ে যাবে। ২০৩০ পালের মধ্যেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিছু এলাকায় এক বিন্দুও জল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষের বসতিতে জল কমে আসবে। এখনই বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ আছে যেখানে প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা যায় না। প্রাচীনকালে মানুষ জলের অভাবে যাযাবর জীবন যাপন করত। দিল্লির পাশে এমন ভগ্নাবশেষ প্যায়া গেছে, যেখানে জলের অভাবের জন্য বসবাস অযোগ্য হয়ে ওঠে।

হিঙ্গলগঞ্জ থানার পঞ্চপল্লী এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ হল গত ২৩ মার্চ। এবার সারা রাজ্যে ভোটের মূল ইস্যু হিসাবে 'পানীয় জল' একদম প্রথমেই। কোনো কোনো জায়গায় পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কট চলছে। এই ভোটে প্রায় রাজ্যর সর্বত্রই শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা মানুষ দাবি করছে।

১৯৯৩ থেকে প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্বে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে' পালিত হচ্ছে। এ বছরে এই বোটের সময় 'বিশ্ব জল দিবস' -এ পানীয় জল সংগ্রহকে কেন্দ্র করে মহামারি হলসুন্দরবনের গোসাবার এক গ্রাম পঞ্চায়েতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় পানীয় জলের প্রচণ্ড সংকট থাকলেও, সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা এতদিন তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই নোনাজলপূর্ণ সুন্দরবনাঞ্চলেও পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এখনই আগামী দিনের কথা ভেবে, আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে 'ডেনিস টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি'র প্রফেসর ড. হেনড্রিক ব্রয়নহয়। তিনি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ডেনিস অ্যাসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট' বা 'উবু' গঠন করেছেন। যে সংস্থায় যুক্ত আছে এই টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্রছাত্রীও। ড. হেনড্রিক গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র'-এর সহযোগিতায়, যৌথ উদ্যোগে, 'সাসটেইনেবল ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' নামে একটা প্রজক্টে গত তিন চার বছর ধরে চালাচ্ছেন। মূল উদ্দেশ্য, ভূনিম্নস্থ জলের পরিমিত ব্যবহার। এই প্রজেক্ট চালাতে গিয়ে পানীয় জল সম্পর্কিত যেসব

তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তা আগামী দিনের জন্য ভয়ঙ্কর। পাঠকের জন্য ওই গবেষণামূলক তথ্য কিছুটা তুলে ধারার চেষ্টা করছি। সুন্দরবন বিখ্যাত কারণ এখানেই আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। চারদিকে শুধু নোনো জলআর নোনো জল। সুন্দরবনের মানুষের জীবনজীবিকা জুড়ে রয়েছে এই জল, জঙ্গল ও জমি। এইসব নদীর জল লবণাক্ত যা পানীয় যোগ্য নয়। পানীয় জলের জন্য মাটির তলায় জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর নির্ভর করা যেতে পারে খাল, বিল, পুকুরের ওপর, যেখানে বৃষ্টির জল যদি বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ধরে রাখা যায়। এই খাল, বিল, পুকুরের জল যাকে আমার 'সারফেস ওয়াটার' বলি, তা শুখা মরশুমে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিছু কিছু মানুষের লোবের ফলে 'বিকাশের' নামে এই ভূপৃষ্ঠের জলের আধারের সংখ্যা কমছে। এই তাৎ'ক্ষণিক মুনাফার আশায় যেমন জলের সংকট দেখা দিচ্ছে জীববৈচিত্র্য আজ বিপদের মুখে। অবগতির জন্য জানাই, সমগ্র সুন্দরবনে আজ পানীয় জলের ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসন্ন। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। এই জেলার অন্তর্গত বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। আমাদের তথ্য অনুযায়ী একমাত্র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১ বর্ষে ভূগর্ভের জলস্তর কমপক্ষে প্রায় ২০ থেকে ৩০ ফুট নীচে নেমে গেছে। আজ পর্যন্ত যা কখনও হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল, মে মাস বাকি আছে। এরই মধ্যে পানীয় জলের নলকূপগুলি অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি নলকূপগুলি 'মার্ক টু'তে পরিবর্তনের ফলে এখন কিছুটা হলেও জল পাওয়া যাচ্ছে , কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আর কত দিন? পানীয় জল পাওয়ার ভূগর্ভের উৎস গভীর সঙ্কটের মধ্যে। আমরা বছরের পর বছর দেখে আসছি, সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ১৮০০ মিমি থেকে ২২০০ মিমি। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। গত বছরে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের থেকে অনেক অনেক কম। মাটির তলায় পানীয় জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে একটি প্রাধন কারণ হল, মাটির তলার জল শ্যালোর মাধ্যমে তুলে যথেচ্ছভাবে মূলত ধান চাষ নিয়ে ব্যবসা করছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যখন দেখি মানুষ নিজের স্বার্থেরজন্য একটা গোটা সভ্যতাকে বিনষ্টের দিকে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না, তখন কষ্ট হয়। যেখানে পানীয়জল থাকে না সেখানে সভ্যতা থাকে না। ভূগর্ভের জল প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনও বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে জল তুলে সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে চাষ করা হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রায় ২১টি শহরে 'ডি জিরো' বা জদলশূন্য অবস্থার ভ্রূকুটির হাতছানি রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২১০ কোটি মানুষের বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। অথচ বোতলবন্দি বাজারজাত জলের অভাব নেই। আমরা ঠাণ্ডা পানীয়র প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভাবছিল না এক লিটার ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করতে কত লিটার জল অপচয় করছি। দিন এসেছে, ভাবতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সভ্যতা বাঁচানোর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিকর, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদি বৈষম্য তুলে।

২০২১ সালে ভূগর্ভের জলস্তর নামতে নামতে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় যেতে বসেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষ করে বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা শোচনীয়। বিগত দু'মাসে ছোট মোল্লাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২০ ফুট জলস্তর নেমে গেছে। যা কখনো হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল ও মে মাস বাকি আছে। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের জেদ্যাতিষপুর গ্রামবঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ ফুট নীচে জলস্তর নেমে গেছে। গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাপঞ্চায়েতের ১৪০টি পানীয় জলের নলকূলের মধ্যে ৪২টি এবং ছোটমোল্লাখালী গ্রাপঞ্চায়েতের ১৬৪টি পানীয় জলের নলকূপের মধ্যে ৬১টি নলকূপ শুকিয়ে গেছে।

এই বছরে দুটি বিষয় অবূতপূর্ব হয়েছে ঃ

ক) বিগত কোনো বছরে এতটা জলস্তর কমেনি।

খ) জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে জলের এই অবস্থা যা কখনও হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তথ্য অনুযায়ী, গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর, বিপ্রদাসপুর এবং ছোটমোল্লাখালীতে গত বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫৮ মিমি, অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫০-১৭৭০ মিমি'র থেকেও যথেষ্ট কম।)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নিতে হবে ঃ

নলকূলের জলসঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জলঅপচয় রোধে আইনি ব্যবস্থা ও তার কঠোর প্রয়োগ। চাষের কাজে সমস্ত প্রকার শ্যালো / মাটির তলার জল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা। বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করা। জল নিয়ে যে কোনো প্রকার ব্যবসা বন্ধ করা। নলবাহিত জলের গুণগত মান নিশ্চিত করা জলাশয় বোজানো রোধে আইনি ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োজ করা। ব্লকের মূল ভূখণ্ডগুলিতে ব্যবহারের পুকুর ভরটা করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা, এটা বন্ধ করা। অবিলম্বে সমস্ত জমে যাওযা খাল, পুকুর দিঘির সংস্কার করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৃষ্টির জলসংরক্ষণের সমস্ত প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও লাগু করা। বিশেষ করে ব্লকের মূল ভূখণ্ড ও সহরগুলিতে জল ব্যবহারের উপর রেশনিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। পানীয় জলকে কেন্দ্র করে পরিবেশ, বন, কৃষি, পশুপালন, নদীবাঁধ, সেচ এই সকলবিভাগকে নিয়ে একটি পৃথক দফতর গঠন করা। জল বিষয়ে যে কোনো নীতি গ্রহণের পূর্বে মানুষের অভিমত গ্রহণ করা আবশ্যিক। জল সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রূপকথা নয়, এ এক ট্র্যাজিক নায়কের কথা

সুব্রত রায়

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে হুগলির চোপা গ্রামে জন্ম রবীন মজুমদারের। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলে গেল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর। কিন্তু এই ম্যাটিনি আইডলকে প্রায়ই বুলেই গেছে বাঙালি। নতুন প্রজন্ম জানেই না যে রবীন মজুমদার বাঙালা চলচ্চিত্রের এমন একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একই সঙ্গে নায়ক ও গায়ক। রবীন মজুমদারের বাবা অমূল্যকুমারের চাকরির সুবাদে ছোটো থেকেই তাঁর বেড়ে ওঠা কাটিহারা। শুরু থেকেই সঙ্গী ছিল গান। বারো তেরো বছর বয়সে উত্তরবঙ্গ রাজশাহী ডিভিশন মিউজিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। বাবা কিনে দিলেন হারমোনিয়াম। পণ্ডিত বীরেন নিয়োগীর কাছে গানের তালিমও শুরু হল। এদিকে জোরদমে চলছে পড়াশুনা। তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হলেন।

'সিনেমাই অভিনয় করবে না কি?' কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। দেখা করতে বলেছিলেন বটে। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন। গল্পটা হল, স্কটিশচার্চ কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছেলেটির গান শুনে প্রশ্ন একটাই খুশি হয়েছিলেন যে, সেদিন ফিরে আসার সময় ছেলেটিকে দেখা করতে বলেছিলেন। সেই কথামতো দেখা করতে এসে আজ এমন প্রশ্নের মুখোমুখ হতে হবে তা ভাবতেই পারেনি সেই ছেলে। তাছাড়া সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা, সেটা যেমন কারণ, তার চেয়েও বড় কারণ, সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল। সে সময়ে রেলে চাকরি করা তার বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও রক্ষণশীল মানুষ। প্রশ্নকর্তা খানিক শুনলেন খানিক বুঝলেন। তারপর ছুটি দিলেন, বটে, কিন্তু ছেলেটির ঠিকানা রেখে দিলেন। এবারে যখন ডাক পেল ছেলেটি, পড়াশুনার অজুহাত দেখিয়ে বারাবর আশীর্বাদ নিয়ে সোজা কলকাতার স্টুডিও পাড়ায়। গান করতে হলো সেদিনের বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম ঘটকের সামনে। তারপর কালী ফিল্মস স্টুডিওতে মেকাপ নিয়ে রঙিন ধুতি জামা পড়ে সোজা ক্যামেরার সামনে। নতুন এই শিল্পী অভিনেতা রবীন মজুমদার। আর সেই প্রশ্নকর্তা যিনি তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি চলচ্চিত্র জগতের আর এক দিকপাল প্রমথেশ বড়ুয়া।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এর মুক্তি পেয়েছিল 'শাপমুক্তি'। সেই নিয়েও চমক। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল পাঁচ নম্বর দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরেরদিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিওতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক। সেই দিনই তো 'উত্তরা' সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে। রবীনবাবু বলেই

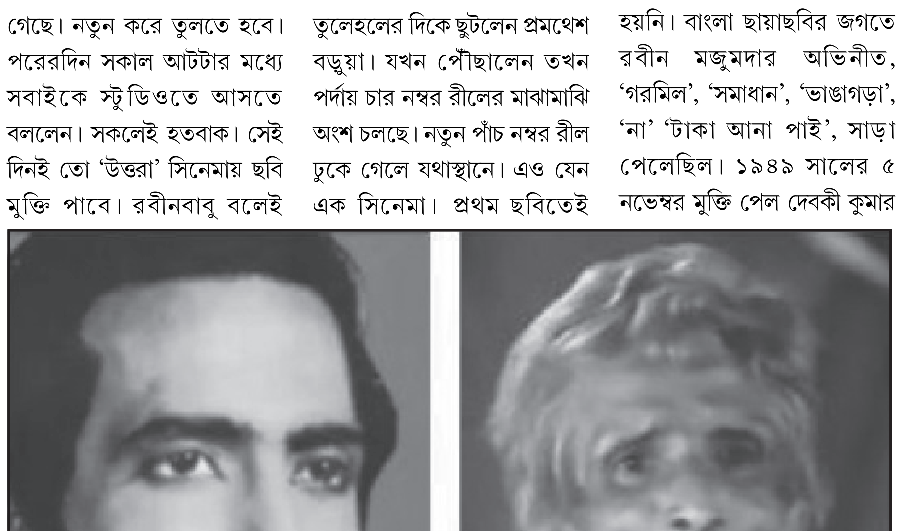

ফেললেন, 'সে কি! কাল তো ছবি রিলিজ! বড়ুয়া সাহেবের উত্তর 'সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়।.... জাস্ট অ্যাট এইট।' পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, ততক্ষণে 'উত্তরা'য় শাপমুক্তি হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল পাঁচ নম্বর রীল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেড হওয়ার পর, গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলেহলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছালেন তখন পর্দায় চার নম্বর রীলের মাঝামাঝি অংশ চলছে। নতুন পাঁচ নম্বর রীল ঢুকে গেলে যথাস্থানে। এও যেন এক সিনেমা। প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা তেমনই সাকালীল অভিনয়। সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীন মজুমদারের গলায় 'বাংলার বধু,' 'এই ধরণীর ধুলির তলে', 'বনে নয় মনের রঙের আগুন' গানগুলি শুরুতেই হিট হল। উত্তাল চল্লিশের দশকে এভাবেই উত্থান রোমান্টিক চিত্রতারকা রবীন মজুমদারের।

এই ছবির পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলা ছায়াছবির জগতে রবীন মজুমদার অভিনীত, 'গরমিল', 'সমাধান', 'ভাঙাগড়া', 'না' 'টাকা আনা পাই', সাড়া পেলেছিল। ১৯৪৯ সালের ৫ নভেম্বর মুক্তি পেল দেবকী কুমার বসু পরিচালিত 'কবি'। এই ছায়াছবিতে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় গান ও অভিনয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ডাকতেন 'কবিয়াল' বলে। 'কবি' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। সে সময়ে কেন কবির গান আজো সমান জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন গায়ক নায়ক দুই-ই 'গরমিল' ছায়াছবিতে তাঁর গাওয়া, 'এই কি গো শেষ দান' গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন সঙ্গীত পরিচালকেরা। বন্ধু সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়েরসুরে 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' গানটি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বাংলা ছবির জগতে যে সমস্ত নায়ক গায়ক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমাদার একটু ব্যতিক্রম। বাকি অসামান্য শিল্পীরা পরবর্তীকালে হয় অভিনেতা নয় গায়ক হিসেবেই আসন পেতেছেন দর্শকমনে। কিন্তু রবীনবাবু বারবরই দুটো দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বাংলা ছবিতে তিনি নায়ক গায়ক আবার 'মন্দির' (১৯৪৭) ছবিতে তিনি শুধুই নেপথ্য শিল্পী হিন্দিতেও তাই। 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' (১৯৪৬), 'দুখিয়ারী' (১৯৪৮) ছবিতে অভিনয় সহ গান, আবার 'হসপিটাল' (১৯৪৩), 'রানী' (১৯৪৩), 'বিন্দিয়া' (১৯৪৬) ছবিতে গাইছেন নেপথ্যে। কেরিয়ারে শেষদিকে শুধু অভিনয়, মঞ্চাভিনয়ও করেছেন। ১৯৫২ সালে 'সেই তিমিরে' নাটক থেকে ১৯৮২ সালের 'প্রজাপতি' পর্যন্ত। সেখানেও সব ক্ষেত্রেহ গান নয়। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে মঞ্চে 'কবি' নাটকে নিতাই কবিয়াল হয়ছেন, অবস্যি গান সহ। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত অসমের বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞ্জি, শোকস্তব্ধ অনুরাগী মহল

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : অসমের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রথিতযশা সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞির জীবনাবসান ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল ৬:৫৮ মিনিটে অসমের বর্ষীয়ান এই ব্যক্তিত্ব গুয়াহাটির বেসরকারি জিএনআরসি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিকের বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দিন-কয়েক আগে কোভিড সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তবে গত ৭ মে কোভিডকে পরাজিত করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আজ ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ বিছানা থেকে ঢলে মাটিতে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই সহায়ক তাঁকে জিএনআরসিতে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাঁর অনুরাগী মহলকে কাঁদিয়ে পাড়ি দেন না-ফেরার দেশে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞির প্রয়াণে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সহ অসংখ্যজন তাঁদের গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। বরগোহাঞির মৃত্যুত গভীর শোক প্রকাশ করে টুইটে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেছেন, অসমিয়া জাতি একজন অভিভাবককে হারিয়েছে। রাজ্যের বৌদ্ধিক আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, অনন্য সৃষ্টিরাজির বলে অসমের সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধকারী যশস্বী সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞিদেবের বিয়োগে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর প্রয়াণে আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রয়াত হোমেন বরগোহাঞির শেষকৃত্য স্থানীয় নবগ্রহ শ্মশানে সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হবে, জানিয়েছেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী রণোজ পেগু।

১৯৩২ সালের ৭ ডিসেম্বর অধুনা লখিমপুর জেলার অন্তর্গত ঢকুয়াখানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকর সম্পাদক এবং যৌবনকালে কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারী হোমেন বরগোহাঞি। প্রখর মেধাবী হোমেন বরগোহাঞি লখিমপুরে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবর্তীতে ডিব্রুগড়ের সরকারি বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটির কটন কলেজে ভরতি হন। কটন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর আসাম সিভিল সার্ভিস (এসসিএস) পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে একজন সরকারি আধিকরিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তবে কিছুদিন চাকরি করে পরবর্তীতে সাংবাদিকতা জীবন আরম্ভ করেন হোমেন বরগোহাঞি।

১৯৫৮ সালে প্রখ্যাত অসমিয়া লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে হোমেন বরগোহাঞি বিবাহপাশে আবদ্ধ হন। তবে ১৯৭৭ সালে পত্নী নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন হোমেন বরগোহাঞি। তাঁদের দুই পুত্র সন্তান রয়েছেন।

শৈশবকাল থেকে সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরক্ত হোমেন বরগোহাঞি কটন কলেজের ছাত্রাবস্থায় একজন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। গল্প ও কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করে হোমেন বরগোহাঞি পরবর্তীতে সমসাময়িক নিবন্ধ এবং সমাজজীবনের ওপর নানা রচনার পাশাপাশি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। অসমিয়া সাহিত্যের সমালোচক হিসেবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালে 'পিতাপুত্র' শীর্ষক উপন্যাসের জন্য হোমেন বরগোহাঞি সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া তিনি মেগর-এর অসম সাহিত্য উপত্যকা পুরস্কার, নীলমণি ফুকন পুরস্কার, অসম সরকারের শ্রীমন্ত শংকরদেব পুরস্কার, মৎস্যেন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছিলেন।

অসমিয়া ভাষায় লেখা 'ইসমাইল শেখর সন্ধানত', 'হাতী', 'গরখীয়া' প্রভৃতি গল্পের স্রষ্টা হোমেন বরগোহাঞির প্রথম উপন্যাস ছিল 'সুবালা'। এর পর তাঁর রচিত 'সাউদর পুতেকে নাও মেলি যায়', 'হালধীয়া চরাইয়ে বাওধান খায়', 'অস্তরাগ', 'পিতাপুত্র', 'তিমির তীর্থ', 'কুশীলব', 'মৎস্যগন্ধা', 'তান্ত্রিক এদিনর ডায়েরী', 'বিষণ্ণতা', 'নিসংগতা' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'আত্মানুসন্ধান, মোর সাংবাদিক জীবন', 'ধুমুহা আরু রামধেনু' (দুটা খণ্ড), 'মোর হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্র'-এর মতো কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও লিখে গেছেন সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি। তাঁর একমাত্র কবিতাগ্রন্থ হৈমেন্তী'।

হোমেন বরগোহাঞি জীবনের উৎকর্ষ সাধনমূলক এবং বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি রচনা-সংকলন লিখে গিয়েছেন। এগুলির মধ্যে 'গদ্যর সাধনা', 'মানুহ হোয়ার গৌরব', 'প্রজ্ঞার সাধনা', 'উচ্চাকাংক্ষা', 'কথা-বার্তা', 'পাঠকর টোকাবহী', 'আশীর দশকর দস্তাবেজ', 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা আরু অনুভূতি', 'আধুনিক যুগর জন্ম কাহিনী', 'কিতাপ পঢ়ার আনন্দ', স্বর্গ আরু নরক', 'রহস্যময় বিষাদ আরু যন্ত্রণা', 'ডারউইন', 'মই যেতিয়া ক্লান্ত হওঁ', 'আত্ম দিপো ভব', 'মোর টোকাবহীর পরা' প্রভৃতি প্রধান।

সাপ্তাহিক 'নীলাচল'-এ সাংবাদিকতা জীবন শুরু হোমেন বরগোহাঞিয়ের। এর পর সূত্রধার, নাগরিক, সাতসরী ইত্যাদি সাময়িকী, সাপ্তাহিক 'অসম বাণী', অয়মিয়া দৈনিক 'আমার অসম', 'অসমীয়া দৈনিক বাতরি', নিয়মীয়া বার্তার সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে অসমিয়া সাংবাদিকতা জগতে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত হোমেন বরগোহাঞি অসমের বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র 'নিয়মীয়া বার্তা'র প্রধান সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি সম্পাদনা করেছেন 'বিংশ শতাব্দীর সন্ধানত', 'সোণারাম চুতীয়া : এজন অসাধারণ মানুহ' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ।

বিধায়ক নয় সাংসদ থাকবেন, দলের সিদ্ধান্তে আজই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা জগন্নাথ সরকার-র

কলকাতা, ১২ মে(হি.স.) : বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন শান্তিপুরের নব নির্বাচিত বিধায়ক তথা রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। আজ বুধবার তিনি ইস্তফা পত্র জমা দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে যদিও কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন জগন্নাথ।

গত লোকসভা ভোটে রানাঘাট কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জগন্নাথ সরকার। সেখানে তিনি বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। এবারের বিধানসভা ভোটে দল তাঁকে শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিলেন।সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অজয় দে কে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করে বিধানসভায় জয়লাভ করেন। জগন্নাথবাবু বলেন, ''দল যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটাই শিরোধার্য। আজ ইস্তফা দিতে যাচ্ছি। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংসদ থাকব। শান্তিপুরের মানুষের জন্যও কাজ করব।"

প্রসঙ্গত, লোকসভার চারজন এবং রাজ্যসভার এক সদস্য সহ পাঁচ এমপিকে বিধানসভার ভোটে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তৃণমূল নেতারা বলছেন, সেই স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতাকে। পাঁচ এমপি'র মধ্যে তিনজন পরাজিত হয়েছেন। মাত্র ৫৭ ভোটে দিনহাটা কেন্দ্রে জিতেছেন কোচবিহারের নিশীথ প্রামাণিক। শান্তিপুর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন জগন্নাথ সরকার। দলের তরফেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সাংসদ পদ রেখে বিধায়ক পদ ছাড়বেন ওই দু'জন।

বৃহস্পতিবার থেকে অসমে ১৫ দিনের জন্য মিনি লকডাউন, জারি নয়া কড়া এসওপি

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে অসমে ১৫ দিনের জন্য বলবৎ হবে মিনি লকডাউন। এদিন বেলা ১:০০টা থেকে বন্ধ করতে হবে দোকানপাট, সবধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস-কাছারি। আজ বুধবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) জারির কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। তাঁরা জানান, করোনা প্রতিরোধে জারিকৃত নয়া এসওপি বা কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বলবৎ করতে কঠোর হবে পুলিশ প্রশাসন। বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীকে সম্মুখিন হতে হবে আইনি শাস্তির।

মুখ্যসচিব বরুয়া বলেন, গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসমেও কোভিড সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। নয়া কোভিড প্রটোকল ঘোষণা করে রাজ্যের দুই শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা অসমের বর্তমান ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্যই সরকার কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে অধিক কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

তাঁরা জানান, আগামীকাল থেকে শহরাঞ্চলের পাঁচ কিলোমিটারের অন্তর্গত উপকণ্ঠ এলাকাজুড়ে বেলা ১:০০টা থেকে সবধরনের দোকানপাট বন্ধ থাকবে। তবে গ্রামাঞ্চলে একটার পরিবর্তে বেলা ২:০০টা থেকে এই নিয়ম বলবৎ হবে। অবশ্য স্বাস্থ্য, অত্যাবশ্যক ইত্যাদি জরুরি পরিষেবাকে এই বিধিনিষেধ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেলা ১:০০টা থেকে পরের দিন ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত কেউ প্রকাশ্য স্থানে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না। এমতাবস্থায় পুলিশ যদি কাউকে রাস্তাঘাটে দেখে তা-হলে নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট নিয়মভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে পুলিশ। ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত জানান, এখন কেবল আইপিসির ১৮৮ ধারা কিংবা দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের অধীনে মামলা রুজু হবে না, কোভিড-বিধি লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে তা থেকেও কঠোর ধারায় রুজু করা হবে মামলা।

ডিজিপি মহন্ত জানান, কন্টেইনমেন্ট জোনেও অতিশয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। কোনও ব্যক্তিকে বাইরে দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করতেও পিছ-পা হবে না পুলিশ।মুখ্যসচিব জানান, সাপ্তাহিক বাজার আগামী ১৫ দিন বন্ধ থাকবে। সরকারি এবং বেসরকারি সবধরনের কার্যালয়ও আগামী ১৫ দিন রাখার জন্য বলা হয়েছে। এই পক্ষকাল সবধরনের কোনও ধর্মীয় ও উপাসনাস্থল বন্ধ থাকবে। অতি আবশ্যক কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র পুরোহিত ও মৌলবিরা কার্য সম্পাদন করবেন। অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

বিস্তৃত তথ্য দিয়ে মুখ্যসচিব এবং পুলিশ-প্রধান যে তালিকা প্রকাশ করেছেন সে অনুযায়ী শহরাঞ্চল এবং নগর সমিতির নির্দিষ্ট সীমা থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সবধরনের দোকানপাট বেলা ১:০০টায় বন্ধ করতে হবে। ওই সব অঞ্চলে বেলা ২:০০টা থেকে পরেরদিন ভোর ৫:০০ পর্যন্ত মানুষের প্রকাশ্য স্থানে ঘোরাফেরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এই কয়দিন প্রতিদিন বেলা ২:০০টায় দোকানপাট বন্ধ করতে হবে। তবে গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত লোকজনের ঘোরাফেরা নিষেধ করা হয়েছে।

এভাবে রেস্টুরেন্ট, ধাবা এবং অন্যান্য ভোজনালয়ে বেলা ১:০০টা পর্যন্ত কেবল সংশ্লষ্ট প্রতিষ্ঠান চত্বরের ভিতরে বাইরের অতিথিদের পরিষেবা দেওয়া যাবে। এর পর হোটেলের আবাসিকদের নিজদের কোঠায় খাদ্যসামগ্রী যোগান ধরতে হবে। তবে ১:০০টার পর ঘরুয়া খাদ্যসামগ্রী বিতরণকারী পরিবহণ করা যাবে। সকল সাপ্তাহিক বাজার-হাট আগামী ১৫ দিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ১৫ দিন পঠনপাঠন বন্ধ রাখতে নির্দশিকায় বলা হয়েছে।

সব সরকারি এবং বেসরকারি কার্যালয় আগামী ১৫ দিনের বন্ধ করা হয়েছে। সরকারি বিভাগে কেবল উপ-সচিব ও এর ওপরের আধিকারিক এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কর্মচারীরা উপস্থিত থাকবেন। তবে ওই সব কার্যালয় কেবল ১:০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

এছাড়া যদি কোনও এলাকায় কোভিড রোগীর সংখ্যা ৫ শতাংশ বা তা থেকে বেশি হয়, তা-হলে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক অঞ্চলগুলিকে কনটেইমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করবেন।

এভাবে বিবাহের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেবল নিজেদের বাড়ির ভিতরে ১০ জনের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যও কেবল ১০ জনের উপস্থিতি অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন।সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও আগামী ১৫ দিন বন্ধ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মূল পুরোহিত বা মৌলবি ন্যূনতম ধর্মীয় কর্মাবলি সম্পাদন করতে পারবেন।

অন্যদিকে গণ-পরিবহণ ব্যবস্থায়ও নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। বলা হয়েছে, যানবাহনে মোট আসনের কেবল ৩০ শতাংশ যাত্রী বহন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অটো-রিকশা, বাই-, সাইকেল, প্যাডেল-রিকশা এবং টেকসিতে একজন চালক এবং দুজন যাত্রী যেতে পারবেন। তাছাড়া দু-চাকার বাহনে মাত্র একজন চলাচল করার কথা বলা হয়েছে। তবে শিশু ও মহিলার ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে না। সরকারি যানবাহন ছাড়া সবধরনের ব্যক্তিগত যানবাহন যে কোনও দিন ভোর ৫:০০ থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত যুগ্ম-অযুগ্ম (অড-ইভেন) হিসেবে চলাচল করতে পারবে। এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ নির্দেশ জার করবে। কেবল জরুরিকালীন চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত যানবাহনকে এই নিষেধাজ্ঞা থেকে রেহাই দেওয়া হবে, জানান মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া এবং ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত।

হাওড়া কর্পোরেশনের প্রশাসকের দায়িত্বে এলেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়

কলকাতা, ১২ মে(হি.স.) : বুধবার রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়কে প্রশাসক পদে এনে হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলী গঠিত হল। প্রশাসকমণ্ডলীতে জায়গা পেয়েছেন শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি এবং উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। অবিলম্বেই প্রশাসকমণ্ডলীকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। আবার মালা রায়কে মাথায় রেখে পানিহাটি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। আট সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসকমণ্ডলীর বাকি সদস্যরা হলেন সোমনাথ দে, হিমাংশু দেব, টুলুরানী দাস, স্মৃতি চক্রবর্তী, তাপস সিনহা, সুভাষ চক্রবর্তী ও তন্দ্রা ঘোষ।

বিধানসভা ভোটের আগে যে প্রশাসকমণ্ডলী ছিল তা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কৌশিক চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর পরিবর্তে আনা হয়েছে তন্দ্রা ঘোষকে। বিধানসভা ভোট মিটে যাওয়ার পরেই বিভিন্ন পুরসভায় নতুন করে প্রশাসকমণ্ডলী নিয়োগ শুরু করেছে রাজ্যের পুর দফতর। করোনা পরিস্থিতি সহ একাধিক কারণে নির্ধারিত সময়ে পুরভোট করানো সম্ভব না হওয়ায় কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের শতাধিক পুরসভায় প্রশাসকমণ্ডলী গঠন করেছিল রাজ্যের পুর দফতর। কিন্তু বিধানসভা ভোটের সময়ে বিজেপির দাবি মেনে বিভিন্ন পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীতে থাকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সরানোর নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। পরিবর্তে প্রশাসকমণ্ডলীর দায়িত্ব সরকারি আধিকারিকদের উপরে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়। সেই নির্দেশের পরেই কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলী থেকে সরে দাঁড়ান। বিধানসভা ভোট মিটে যাওয়ার পরে ফের বিভিন্ন পুরসভার প্রশাসকপদে বিদায়ী চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর সহ জনপ্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনছে পুর দফতর।

অক্সিজেনের সংকট নেই : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা,১২ মে (হি স): করোনা হানায় নাজেহাল শহরবাসী। প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে অক্সিজেনের অভাবের অভিযোগ। যদিও বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " "অক্সিজেনের সংকট নেই"। প্রতিনিয়ত দেশ থেকে রাজ্য জুড়ে করোনা হানা কপালে চিন্তার ভাঁজ দিচ্ছে সকলের। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাসপাতালের বাইরে ভ্যাকসিনের জন্য লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেনের অভাবের। যদিও এদিন এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " শুধু অক্সিজেন উৎপাদন হলেই হবে না। সিলিন্ডারের প্রয়োজন আছে। অক্সিজেনের সংকট নেই। কোথাও কোথাও অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপর হয়ে কাজ করছেন"।

আদালতের নির্দেশে এবার আপ বিধায়ক দিলীপ পান্ডের বিরুদ্ধে তদন্তে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১২ মে(হি.স.) : আদালতের নির্দেশে এবার আপ বিধায়ক দিলীপ পান্ডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করবে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনাকালে গভীর সংকটে সময় কোভিডের ওষুধ বেআইনিভাবে সরবরাহ করার অভিযোগ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাম উঠে আসে। এদের মধ্যে অন্যতম আম আদমি পার্টি (আপ) বিধায়ক দিলীপ পান্ডে। দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে দায়ের করা এক রিট মামলায় কোভিডের ওষুধপত্র সরবরাহে বেআইনি কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে হাইকোর্ট দিল্লি পুলিশকে তদন্তের জন্য নির্দেশ জারি করে। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায় বলে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে।

যদিও এ ব্যাপারে বিধায়ক দিলীপ পান্ডে জানিয়েছেন, যদি কাউর জরুরি প্রয়োজনে, একজনের অক্সিজেন সিলিন্ডার অন্যজনকে দেওয়া হয়, অথবা কোন ওষুধের দোকানদারকে যদি ফোন করে প্রয়োজনের জন্য ওষুধ চেয়ে নেওয়া হয়, তাতে ভুল কোথায় বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। কেন্দ্র বা তার তদন্তকারী সংস্থার পুলিশের ভয় আমি মানবতাকে ছেড়ে যেতে পারবো না বলেও তিনি দাবি করেছেন।

ধর্ষণকাণ্ডে তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে আগামী ১৯ মে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা

পানাজি, ১২ মে(হি.স.) : ধর্ষণকাণ্ডে তেহেলকার প্রাক্তন মুখ্য সম্পাদক (এডিটর-ইন-চিফ) তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা পিছিয়ে গেল। আগামী ১৯ মে গোয়া সেশন আদালতে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এই মামলার রায় আজ বুধবার ঘোষণার দিন থাকলেও, তা মুলতুবি রাখা হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ফ্রান্সিস্কো তাভরা জানান, এই মামলায় অভিযুক্ত কমপক্ষে ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাবাস পর্যন্ত সাজা হতে পারে। তবে তা আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে।

প্রসঙ্গত গত ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর তরুণ তেজপালকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তার সহকর্মীকে উত্তর গোয়ার একটি রিপোর্টে ধর্ষণ করা হয়। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন। ২০১৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আদালত অভিযুক্তকে বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধর্ষণ সহ যৌন নিপীড়ন বিভিন্ন ধারায় মামলার শুনানি চলেছে।

কারফিউর মতো কড়াকড়ি ভূস্বর্গে, জম্মু-কাশ্মীরে মৃত্যু আরও ৩০ জনের

জম্মু, ১২ মে (হি.স.): "রহস্যজনক" গ্রেনেড বিস্ফোরণের জেরে আতঙ্ক ছড়াল জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায়। মঙ্গলবার রাতে সাম্বা জেলার নুদ এলাকায় সন্দেহজনক গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। যদিও, বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেই। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে সাম্বা জেলার নুদ এলাকায় সন্দেহজনক বিস্ফোরণ হয়। মনে করা হচ্ছে, গ্রেনেড ফেটেই ওই বিস্ফোরণ।

সাম্বার এসএসপি রাজেশ শর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৯.৩০ মিনিট থেকে দশটার মধ্যে নুদ নাকা এলাকায় মোতায়েন পুলিশ কর্মীরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পারেন। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাহিনী। সকালের আলো ফুটতেই তল্লাশি চালানোর সময় বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ২০ মিটারের দূরত্বে গ্রেনেডের অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। এসএসপি জানিয়েছেন, একটি গর্ত ও গ্রেনেড লিভার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহজনক এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, এটি গ্রেনেড ছোড়ার ঘটনা।

টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ, করোনা-মুক্ত হলেন অল্লু অর্জুন

চেন্নাই, ১২ মে (হি.স.): করোনা-মুক্ত হলেন দক্ষিণী সুপারস্টার অল্লু অর্জুন। ১৫-দিন চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে থাকার পর বুধবার অল্লু অর্জুন নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ১৫-দিন কোয়ারেন্টাইন থাকার পর অভিনেতার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এই সময়ে অভিনেতার জন্য যাঁরা প্রার্থনা ও সুস্থতা কামনা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অল্লু অর্জুন। ৩৮ বছর বয়সী অল্লু অর্জুন টুইট করে জানিয়েছেন, '১৫ দিন কোয়ারেন্টাইনের পর আমার টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আমার সমস্ত শুভাকাঙ্খী ও যাঁরা আমার জন্য প্রার্থনা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।' এদিন সকলকে বাড়িতেই থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন অর্জুন। তাঁর আশা লকডাউনের ফলে সংক্রমণে রাশ টানা যাবে। তিনি লিখেছেন, 'আশা করছি এই লকডাউনের জন্য সংক্রমণ কমবে। বাড়িতেই থাকুন ও সুস্থ থাকুন। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

একদিনে করোনা আক্রান্ত ২০,৩৭৭

কলকাতা,১২ মে (হি স): প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আতঙ্ক দিচ্ছে শহরবাসীকে। ইতিমধ্যেই ২০ হাজার ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। অন্যদিকে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২০,৩৭৭। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৩৭৭ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১০, ৫৩,১১৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩৫ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২,৭২৮। একদিনে সুস্থ হয়েউঠেছে ১৯,২৩১। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ০৯,১১,৭০৫। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৬.৫৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ৬৯,৮৭৪। ফলে মোট করোনা টেস্ট- র সংখ্যা ১,১১,৬৮,৯৪৩।

ফের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সায়নীর তোপ টুইটারে

কলকাতা, ১২ মে (হি স)। দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক টুইট করে চলেছেন সায়নী ঘোষ। এবার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নদীতে ভাসমান মৃতদেহ ঘটনায় কেন্দ্র সরকারকে একহাত নিলেন তৃণমূলের তারকা সদস্য।

করোনার দ্বিতীয় পর্বে মৃত্যু মিছিলের সাক্ষী হতে হচ্ছে দেশবাসীকে। কোথাও মৃতদেহের স্তূপ তো কোথাও গণ চিতার জ্বলন্ত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে গঙ্গা-যমুনায় ভেসে ওঠা সার সার দেহগুলি। বিহারের বক্সারে কমপক্ষে ৭১টি দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে ছড়িয়েছিল তীব্র আতঙ্ক। যদিও সব দায় উত্তরপ্রদেশের দিকে ঠেলে দেয় বিহার প্রশাসন। পরে বিহারে আরও মৃতদেহ ভাসতে দেখা গিয়েছে বলে খবর।

এই ঘটনার উল্লেখ করেই টুইটারে সায়নী কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, "বিহার, উত্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের আসল কোভিড রিপোর্ট নদীতে ভাসছে। গঙ্গার পর এবার মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলার রুঞ্জ নদী। কেন্দ্র সরকার বলপ্রয়োগ করে বিরোধী দল, মিডিয়া আর সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করেছে পারলে এবার নদীর ঘটনায় তা করে দেখাক।"

প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী পরাজিত হয়েছেন বিজেপি-র অগ্নিমিত্রা পালের কাছে। কিন্তু নিয়মিত সামাজিক মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা এবং নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করে চলেছেন সায়নী ঘোষ।

আফগানিস্তানে করোনায় আক্রান্ত আরও ৩৭০ জন, ১২ বেড়ে মোট মৃত্যু ২,৭২৫

কাবুল, ১২ মে (হি.স.): আফগানিস্তানের কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৩৭০ জনঊ নতুন করে আরও ৩৭০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর আফগানিস্তানে মোট সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩,০৮৮ জনঊ বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১২ জন করোনা-রোগীর। ফলে মৃতের সংখ্যা ২,৭২৫-এ পৌঁছেছে। আফগানিস্তানে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ৫৪,৫৭০ জন।

বুধবার আফগানিস্তানের জন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯০৮ জনের করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ৩৭০ জন সংক্রমিত হয়েছেনঊ ২৪ ঘন্টায় কাবুল-সহ দেশের সমস্ত প্রদেশ মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ১২ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৬৭ জন।

সাম্বায় ''রহস্যজনক'' গ্রেনেড বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর নেই

জম্মু, ১২ মে (হি.স.): ''রহস্যজনক'' গ্রেনেড বিস্ফোরণের আতঙ্ক ছড়াল জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায়। মঙ্গলবার রাতে সাম্বা জেলার নুদ এলাকায় সন্দেহজনক গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। যদিও, বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেই। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে সাম্বা জেলার নুদ এলাকায় সন্দেহজনক বিস্ফোরণ হয়। মনে করা হচ্ছে, গ্রেনেড ফেটেই ওই বিস্ফোরণ।

সাম্বার এসএসপি রাজেশ শর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে নুদ নাকা এলাকায় মোতায়েন পুলিশ কর্মীরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পারেন। এরপর বুধবার সকালে তল্লাশি চালানোর সময় বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ২০ মিটারের দূরত্বে গ্রেনেডের অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। সন্দেহজনক এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

২৭ বেড়ে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ১,০৪৫ জনের, মোট সংক্রমিত ৭৭,০৩১

পুদুচেরি, ১২ মে (হি.স.): পুদুচেরিতে নতুন করে আরও ২৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ২,০০৭ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৭,০৩১। ৭৭ হাজার ৩১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬০,৪২৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ২৭ জনের মৃত্যুর পর পুদুচেরিতে করোনা কেড়েছে ১,০৪৫ জনের প্রাণ।বুধবার পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,০৭৭ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১,২৪৭ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৫,৫৬২ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৬০,৪২৪ জন।

নদীতে ভাসছে একাধিক মরদেহ, এবার মধ্যপ্রদেশে আতঙ্ক

ভোপাল, ১২ মে (হি.স.): বিহার, উত্তর প্রদেশের পর এবার মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলার রুঞ্জ নদীতে ভেসে আসতে দেখা গিয়েছে ৬টি মৃতদেহ। ভেসে আসা মরদেহগুলি জমা থাকে নদীর পাড়ে। স্থানীয়দের দাবি, দেহগুলি কোভিড আক্রান্তদের। শ্মশানে পোড়ানোর স্থান নেই, সেই কারণেই নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। সেই দেহই ভেসে আসছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

পান্না জেলার নান্দাপুরা গ্রামের বাসিন্দারাই রুঞ্জ নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। পান্নার জেলাশাসক সঞ্জয় মিশ্র বলেছেন, বিশেষ এক প্রথার কারণে দু'টি মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। একটি দেহ ৯৫ বছরের এক ব্যক্তির। অন্যটি ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগীর। এই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ঠিকভাবে সৎকার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নদীতে দেহ ভেসে আসায় রীতিমত আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন নান্দাপুরা গ্রামের বাসিন্দারা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক খাবার

পৃথিবীতে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের সবথকে বেশি চিন্তা লেগে তাকে কীভাবে তার শিশুর মেধা ও বিকাশ বৃদ্ধি হবে। শিশুর কিছু নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তবে এটাও ঠিক,সব খাবারে একই পুষ্টিগুণ থাকে না, এমন কিছু খাবার আছে, যার মধ্যে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান, যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু শিশুদেরবেড়ে ওঠায় কিছু খাবার অনেক বেশি ভূমিকা রাখে, সেহেতু আমাদের মনে রাকতে হবে, সেই খাবারগুলি শিশুদের যাতে বেশি করে দেওয়া যায়।

এ বিষয়ও দেখতে হবে যে ছোট বাচ্চাদের পাকস্থলী ছোট থাকে, ানতই তাদের পেট অল্পতেই বরে যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে কীভাবে বেশি করে পুষ্টি দিতে পারেন। পনিরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিমসৃদ্ধ একটি দুগ্ধজাতীয় খাবার। এতে আছে প্রচুর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম যা সুস্থ হাড় ও দেহের জন্য অবশ্যক।

একই সঙ্গে পনির মুখেরভেতরে যে অ্যাসিড দেহের ক্ষয়ের জন্য দায়ী, সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সুতরাং এই খাবর শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক মানবদেহে অন্যান্য অংশের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশই নির্ভর করে শিশুকালেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির উপযুক্ত বিখাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেনে নিই মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে সন্তানকে কোন খাবারগুলি খেতে দেওয়া বেশি দরকার।

মায়ের দুধঃ শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকেরদুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে, হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নজর রাখার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন।

শাকসব্জি কিছু কিছু শাকসব্জিও রয়েছে, যেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। বাঁধাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'কে' এবং বিটা ক্যারোটিন, যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে স্যালাডে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

ডিমঃ ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদেরই অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা কুরণন। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তর একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আররন, যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলঃ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী বূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এই ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে প্যায়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

কলাঃ কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে কলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা।

প্রাতরাশের কিছু সময় পর হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার বাচ্চাটি সকাল জুড়েই তার শক্তি ধরে রাখেতে পারবে। ফলে যে কোনও কাজে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক্স হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

শুকনো ফলঃ যেসব ফল শুকিরয়ে রাখা যায়, সেগুলিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলি হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধঘা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মাযেদের উচিত চকলেট খেতে না দিয়ে শুকনো ফল দেওয়ার অভ্যাস করানো। এতে শিশু সুস্থ ও ভালো থাকবে।

পনিরঃ ফ্যাটি কম, ফাইবার বেশি এই ধরনের খাদ্য গ্রহণেণ গাইডালাইন বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নয়। শিশুদের বর্ধিষ্ণু দেহের জন্য দরকার তুলনামূলক বেশি প্যাট ও কম শর্করা। এতে তারা দেহে বেশি শকিরত পায় বিভিন্ন করাজ অনেক ভালোভাবে করতে হবে।

বাদামঃ শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন, যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধানের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনাবাদাম সহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কালোজামঃ কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কের বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালন ও বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-১টা কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করুন।

লাল আপেলঃ আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান, যা মস্তিষ্ককে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

কুমড়ার বীজঃ কুমড়া যেন উপকারী, তেনমই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কের ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

মধুঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনও খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন গয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ফস, ফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হাঁট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

গ্রীষ্মকালীন রোগজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

আম আমাদের নানা রোগের মধ্যে মুকুলের ঝলসা, গুটির ক্ষত ও ঝরা, চয়ন পরবর্তী পর্যায়ে ফল পচা, সাদা গুড়োচিতি, গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফরমেশন, আঁচিল/ ক্যাংকার, পাতা ও ডগা ঝলসা, কাণ্ডের আঠা ঝরা ও ডাল শুকনো, পাতা, মুকুল ও ফলে আস্তরন এবং আমের বোঁটা পচা ও ফল পচা রোগ উল্লেখযোগ্য মুকুলের ঝলসা রোগ প্রস্ফটিত ফুল ফোঁটার সময় ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা বৃষ্টি হলে ছাত্রাকের আক্রমণে মুকুল ও ফুলগুলি কালো হয়ে যায়। পরে শুকিয়ে ঝেড়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুল আমের গুটি হয় না।

প্রতিকার ফুল ফোটার সয় ২৪-৪৮ ঘমটা কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি হলে আগাম সাবধানতার জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ছত্রকনাশক আঠার (০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে) সঙ্গে জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কার্বেন্ডাজিক ও ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক পাউডারের মিশ্রণ (মেন সাফ) - দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা থায়োফেনেট মিথাইল (রোকো)-১ গ্রাম/ লিটার জলে বা ক্লোরোথ্যালোনি (কবচ)-২ গ্রাম/ লিটার জলে বা কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার)-৩ প্রাম/ লিটার জলে। গুটি ক্ষত দাগ মটর দানার মতো আমের গুটিতেক, কখনও বা মার্বেল আকৃতি আমের গায়ে অবতল আকৃতির ছোট ছোট কালো দাগ হয়। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গুটি বা বাড়ন্ত ফল ঝরে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগ নিয়ন্ত্রেণে আমের গুটি ও বাড়ন্ত ফলে ছত্রাকনাশক কার্বেল্ডাজিম বা থায়োফেনেট মিথাইল-এক গ্রাম/ লিটার জলে আঠা-সহ গুলে এক-দু'বার স্প্রে করতে হবে।

সাদা গুঁড়িচিতি রোগ পুল ফোটা থেকে গুটি ধরার সময় এই ছত্রাকের আক্রমণে পুষ্পদণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও ছোট আমের গুটিতে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে ফুল ও গুটিগুলিশুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিকার

এই রোগ প্রতিকারে ফুল ফোটার আগে পুষ্মমঞ্জারী দণ্ডের দৈর্ঘ্য যখন তিন-চার ইঞ্চির মতো হবে তখন জলে গোলা সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার) ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ট্রাইডেমেফন ২৫ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা কার্বেল্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা হেক্সাকোনাজল পাঁচ শতাংশ ০.৫ মিলি প্রতি লিটারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই সময় শোষক পোকার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় থাকলে ছত্রাকনাশকের সঙ্গে কীটনাশক ইমডজাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ ইসি ০.৩ মিলি প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের উপস্থিতি বুঝে ১০ দিন বাদে একবার এবং গুটি ধরার সময় আরও একবার অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার দিয়ে স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়। আমের গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফফরমেশন জন্য পুষ্পমঞ্জুরী ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি মতো হয়, পুষ্পমঞ্জরী ফল ধারণে অক্ষম হয়। অনেক সময় ডালের আগায় বা শাখা-প্রশাখার মব্যতর্বী অংশ থেকে অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট গুচ্ছ পাতায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ লক্ষণকে 'ভেজিটোটিভ' ম্যালফরমেশন বলে। প্রতিকার যে সমস্ত বাগিতার রোগের তীব্রতা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দিতে হবে। একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দেওয়ার পর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার (১ গ্রা/লি) মাকড়নাশের সঙ্গে যেমন ডাইকোফন ২.৫ গ্রা/ লি বা ডায়াফেনথিউয়ন এক মিলি /লি) জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন 'এ' পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুষ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

মিশ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। নরম তরিতরকারি, ছো; মাছ, ডিম, ডাল, তেল, চিনি বা গুড় মেশাতে হবে এবং মৌসুমি ফলও খাওয়াতে হবে। এজন্য শিশুকে শুকনো বা হালকা খাবার যেমন ফল, রুটি, মোয়া, নাড়ু, বিস্কুট, বাদাম, কলসা অথবা হাতের কাছে যেসব পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ক্যায়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতে হবে। আর যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের বাইরে খাবার দেওয়ার আগে মায়ের বুকের দুধ কাওয়াতে হবে। তাহলে মায়ের বুকে অনেক দিন দুধ তাকবে। শিশুর বাড়তি শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার অল্পে পরিমাণে ঘি, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল অথবা বাদামের গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে, তা খাবার সমৃদ্ধ হয়।

বিদেশি সবজি বাড়ায় স্বাদ

আমাদের দেশি সবজি মানে ঢ্যাড়শ, আলু, বেগুনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদেশি সবজিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই। আর এগুলি রান্নায় দিলে তার স্বাদ বাড়ে বই কমে না। আসুন এগুলির উপকারিতকাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক—

ব্রকোলি ঃ প্রথমেই বলতে হয় ব্রকোলি নাম। ফুলকপির মতো দেখতে হলেও পুরোটাই সবুজ আর ফুলকপির থেকে এর স্বাস্থ্যগুণও অনেকটা বেশি। হালকা ভেজে স্যুপ বা স্যালাডে দিয়ে কিংবা ন্যুডলসে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই সবজিটি ব্যবহার করা হয়। এই ব্রকোলিতে থাক প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এটি রক্তাল্পতা দূর করার সহায়ক। এককাপ সেদ্ধ করে কুচোনো ব্রকোলি থেকে াাপনি পাবেন ৪৫ কিলো ক্যালরি শক্তি। এছাড়া থাকে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

চাইনি ক্যাবেজ ঃ এগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও রংটা বেগুলি ঘেঁষা, তাই এগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে রেড ক্যাবেজ। এতে এমন কিছু উপাদান মজুদ যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এক কাপ রেড ক্যাবেজ ১.৭৮ গ্রাম প্রোটিন মজুদ। এ ব্যাতীতও এটি পটাশিয়অম,

ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড। ভিটামিন ও সি এর দুর্দান্ত উৎস।

ক্যাপসিকামঃ আদতে বিদেশি হলেও এটা এখন দেশি সবজিরই অংশ হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম তিন রকমের হয় হলুদ, লাল ও সবুজ। এদের মধ্যে লাল ও হলুদ ক্যাপসিকামে পিটা ক্যারোটিন বেশি। এটি চোখ ভালো রাখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়সজনিত রেটিনার রোগ ম্যাকউলার ডিজেনারেশ আটকায়। এর ভিটামিন সি ও লিউটেইন শরীরের হজমক্ষতা বাড়ায়, আথ্রাইটিসের রোগীরা খেলে উপকৃত হবেন। ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়ামে ৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে।

বেবি কর্ন ঃ বিদেশি সবজির নাম আসবে, আর সেখানে বেবিকর্নের নাম থাকবে না এমনটা হতে পারে না। এতে আছে ফ্রুক্টোজ, ফলে যেসব রোদীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কম, তাঁরা এটি খেতে পারেন। এক কাপ। বেবিকর্নে ৭০ কিলো ক্যালরি রয়েছে। এছাড়া এর লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ সবকিছু চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হাড়ের স্বাস্থ্য মজবুত করার জন্য জরুরি।

মাসরুম ঃ সত্যি কথা বলতে কী মাশরুম এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ। রান্না করে, সেদ্ধ করে স্যুপ দিয়ে খান। মাশরুমের তরকারি খেতেও দুর্দান্ত। তবে কখনই এটি কাঁচা খাবেন না। এবং মাশরুম খেয়ে শরীরের কোনও অ্যালার্জি বের হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখুন। এক কাপ সেদ্ধ মাশরুমে কাঁচা মাশরুমের তুলনায় অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। ২ গ্রামেরও বেশি। এছাড়াও পটাশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি চোখের বালে ত্রারাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছেথ তাদের মাশরুম না কাওয়াই ভালো।

সিইএসসি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঋষভের পরিবারের

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : শ্যালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সিইএসসি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ঋষভ মণ্ডলের পরিবার। রাজভবনের সামনে মঙ্গলবার বিকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান ইঞ্জিনিয়ার ঋষভ মণ্ডলের পরিবার। বুধবার কলকাতা পুরসভার ক্ষতিপূরণ না নেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে তাঁর পরিবার। বুধবার তাঁর জামাইবাবু কেশবচন্দ্র পালিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'ঋষভের মৃত্যুর ঘটনায় অবশ্যই সিইএসসির গাফিলতি রয়েছে। প্রবল বৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল সংস্থার। এই প্রথম এই ধরণের ঘটনা ঘটল না। অতীতেও বেশ কয়েকবার একই ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন। কেশববাবু প্রশ্ন করেন, বার বার গাফিলতি করে কিসের জোরে পার পেয়ে যাচ্ছেন সিইএসসির আধিকারিকরা? রাজ্য সরকারের উচিত এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে এভাবে অকালে প্রাণ হারাতে না হয়।' ঋষভের মৃত্যু নিয়ে তাঁর পরিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় এ দিন অভিযোগ দায়ের করেছে। সিইএসসি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ডিস্ট্রিবিউশন) অভিজিৎ ঘোষ অবশ্য 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বুধবার বিকেলে বলেন, "ঋষভের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। যে কোনও মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের। তবে, গতকাল ওঁর তড়িদাহত হওয়ার সঙ্গে সিইএসসি-র গাফিলতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমরা কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ খবর পাই। ঘটনাস্থলে আমাদের কর্মীরা যাওয়ার আগেই দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে, বিদ্যুতের স্তম্ভগুলো আমরা দেখাশোনা করি না। এর পাশে একটা হুকিংয়ের তার পাওয়া গিয়েছে। সেটা কাটা ছিল। আমাদের কর্মীরা তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি। মূল শহরে আমাদের সংযোগ ভূগর্ভে। সিইএসসি-র বিদ্যুতের তারে তড়িদাহত হওয়ার সম্ভাবনাও তাই থাকে না। এর পরেও বিষয়টি সব রকমভাবে খতিয়ে দেখছেন বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা।

কলকাতা বন্দর হাসপাতালে বসছে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : অক্সিজেনের সঙ্কট মেটাতে এবার কলকাতা বন্দর হাসপাতালে বসানো হচ্ছে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। ৩ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বন্দর হাসপাতালে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। 'লিন্ডে' এই কাজে সাহায্য করছে। জাহাজ মন্ত্রকের নির্দেশেই কোভিড বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা মতোই তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই হাসপাতালে ৯৩ জন কোভিড রোগী চিকিৎসাধীন। বন্দর চেয়ারম্যান বিনীত কুমার জানিয়েছেন, শীঘ্রই এই ট্যাঙ্ক চালু হয়ে যাবে। কোনও নাবিক বা জাহাজ বা বন্দরের অন্য কোনও কর্মী অসুস্থ হলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

পণ্যবোঝাই ট্রাকের চালক-সিআরপিএফ বচসা, উত্তপ্ত পাথারকান্দি, সড়ক অবরোধ, ভঙ্গ কোভিড-বিধি

পাথারকান্দি (অসম), ১২ মে (হি.স.) : পণ্য বোজাই একটি ট্রাকের পার্কিংকে কেন্দ্র করে চালক এবং সেনা জওয়ানদের মধ্যে সংগঠিত বচসায় আজ বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাথারকান্দি শহর। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনতা অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। তবে পুলিশের সময়োপযোগী পদক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু বচসা এবং সড়ক অবরোধ করতে গিয়ে কোভিড প্রটোকল পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টা নাগাদ পাথারকান্দির মধ্যপবাজার সংলগ্ন স্থানে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ম বহির্ভূতভাবে করিমগঞ্জের সাদারাশির বাসিন্দা আব্দুল সত্তারের পুত্র ট্রাকচালক রাজু মিয়াঁ (৪২) পণ্য বোঝাই এএস ১১ সি ২৮১৫ নম্বরের মিনিট্রাক দাঁড় করিয়ে রেখে দিলে ট্রাফিক জ্যা মের সৃষ্টি হয়। তখন কর্তব্যারত সিআরপিএফ জওয়ানরা চালক রাজুকে তার ট্রাকটি সরাতে বলেআন। কিন্তু জওয়ানদের কথায় কর্ণপাত না করে উল্টো ট্রাকচালক রাজু সেনা জওয়ানদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত অশালীন আচরণ করতে থাকেন। এতে আধাসেনা জওয়ানরা বেপরোয়া ট্রাকচালককে মারধর করেন। তা দেখে বাজারে জমায়েত একাংশ জনতা উত্তেজিত হয়ে কোভিড প্রটোকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ট্রাকচালকের পক্ষালম্বন করে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ৮ নম্বর অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে আসেন ওসি সঞ্জীব তেরন, বাজার কমিটির পদাধিকারী পরিতোষ বণিক, জয়নুল হোসেন সহ অন্যদরা। তারা আধাসেনা জওয়ান ও চালকের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন। এক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দিলে প্রায় এক ঘণ্টা পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

বিজেপির হারের কারন খুঁজতে বসবেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য

শান্তিনিকেতন, ১২ মে (হি. স.) : ''পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হারের কারন'' খুঁজতে অনলাইনে আলোচনা সভা করবেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।আগামী ১৮ মে এই আলোচনা সভা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে রাজনৈতিক আলোচনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রবীন আশ্রমিক থেকে শিক্ষা মহল।

বিশ্বভারতীর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে আগামী ১৮ মে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে ৩৫ তম লেকচার সিরিজের আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন বিকাল চারটে নাগাদ জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে লেকচার সিরিজ এই বক্তৃতা করবেন ভারত সরকারের নীতি আযোগ এর জয়েন্ট অ্যাডভাইজার সঞ্জয় কুমার। তিনি এর আগে দিল্লির সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভলপিং সোসাইটি তথা সিএসডিএ এর প্রাক্তন অধিকর্তা ছিলেন। জানা গেছে ওই লেকচার সিরিজ এ পৌরহিত্য করবেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী স্বয়ং।

এর আগেও একাধিক বিষয়ে বিশ্বভারতী লেকচার সিরিজ করে বিতর্কে জড়িয়েছে। সিএএ নিয়ে বক্তৃতার জন্য সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত কে আমন্ত্রণ জানাতেই বিপত্তি বাঁধে। ছাত্র আন্দোলনের জেরে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা আটক থাকতে হয়। কিন্তু তাতেও শিক্ষা হয় নি প্রতিষ্ঠানের কর্তা দের। কারন এবারও লেকচার সিরিজ এর বিষয় প্রকাশ্য আসতেই বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে। কারন এবার বিশ্বভারতী জারি করা বিজ্ঞপ্তির বিষয় 'পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে বিজেপির পরাজযের কারন কি। 'এই বিষয় প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। কারন হিসেবে সর্ব স্তরের অভিমত একটি রাজনৈতিক বিষয় কেন বিশ্বভারতীর মত রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। এই ইস্যুতে বিশ্বভারতীর ঘরে বাইরে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা।

বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমিতি - ''কর্ম সমিতি'' আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রীর মনোনিত সদস্য দুলাল চন্দ্র ঘোষ তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় এটা জানি। তবে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের হারের কারন খোঁজার জন্য বিশ্বভারতীর মত প্রতিষ্ঠানের আলোচনার প্রয়োজন আছে কি?বিশ্বভারতী তো কোন পার্টি নয়। ' তিনি এও প্রশ্ন তুলে দেন যে, একজন নীতি আযোগ এর পরামর্শ দাতা এই বিষয়ে কি বা বলবেন। তা বলার বিষয় টি কি আদৌ কেন্দ্রীয় সরকার জানেন।' তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'এমন রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছে কিনা সন্দেহ আছে।' বিশ্বভারতীর অন্দরে এই নিয়ে তীব্র বিতর্কের মাঝেই শান্তিনিকেতনের প্রবীন আশ্রমিক সুপ্রিম ঠাকুর বিশ্বভারতীতে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'এটা খুবই অন্যায় কাজ। বিশ্বভারতীতে কোন দিনই রাজনীতি হোত না। গুরুদেবে কোন দিনই বিশ্বভারতীর সঙ্গে রাজনীতি কে যুক্ত করেন নি। কিন্তু এখন বিশ্বভারতীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতি ঢুকেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান কে এভাবে নষ্ট করে দিলে খুবই কষ্ট হয়।' প্রসঙ্গত বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কে কেন্দ্র করে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোট নজরকেড়ে ছিল। কারন শাসক দল, বিজেপি উভয়েই কে কত বেশি উপাচার্য ঘনিষ্ঠ তা মরিযা ভাবে প্রমান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। বিজেপির প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলী রীতিমতো সাংবাদিক সনমেলন করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দাবি করেছিল, বর্তমান উপাচার্য বিশ্বভারতীর যোগ্য নয় ''। ওই সময়েই এদিকে উপাচার্য কে দিল্লি দুদুবার তলব করে মন্ত্রক। কারন তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা পরেছে। শুধু তাই নয় খোদ বিজেপির একাংশ এই নিয়ে সরব হয। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই দিল্লি তে এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক দের একাংশের মতে আসলে উপাচার্য লেকচার সিরিজ এ এমন বিষয় বেছে নিয়ে দিল্লির শাসক দলের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছেন , ''আমি তোমাদেরই লোক।'' অধ্যাপকদের একাংশের মতে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি এই লেকচার সিরিজ এর বিষয় বাছা হত তা হলে একদলের জেতা অন্যদলের পরাজয। উভয় আলোচনা বিষয় হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠানে এহেন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সোচ্চার হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গুলিও। জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'ও একটা পাগল সেটা আবার প্রমানিত। পাগল বলেই এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা করছে। ওর বিজেপি করা ঘুচিয়ে দিতাম যদি করোনা প্রকোপ এত না বাড়ত।'

প্রতিটি বাড়ি গিয়ে করোনা সম্পর্কে সচেতন বিধায়ক খগেন্দ্র নাথ মাহাতোর

ঝাড়গ্রাম, ১২ মে (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্দেশ পাওয়ার পরেই গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা সম্পর্কে সচেতন করলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্র নাথ মাহাত। বুধবার সাত সকালেই চিকিৎসক বিধায়ক মানুষের দুয়ারে হাজির হয়ে যান। নীল রংয়ের একটি ব্যাগ হাতে সকাল সকাল পৌছে গিয়েছিলেন কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষ আদৌ স্বাস্থ্য বিধি গুলি মানছেন কিনা তা জানতে।বাড়ির বাইরে থেকে সামাজিক ব্যবধান মেনে মাসি,কাকিমা,বৌদি বা দাদা,কাকা.জ্যাঠা বলে ডাক দিয়ে ডেকে নিয়েছিলেন। নিজে চিকিৎসক হিসেবে বরাবরই স্বাস্থ্য বিধি যাতে মানুষ মেনে চলেন তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন।বর্তমানে কভিড পরিস্থিতি।

উল্লেখ্য রাজ্যে তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোভিড মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ন সব পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য। চিকিৎসক তরুন বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ বাবু বরাবারই স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন। এবার বিধায়ক হিসেবে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মতো নিজের বিধানসভা এলাকায় করোনা রুখতে মানুষকে সচেতন করার কাজে নেমে পড়েছেন।

এদিন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার সাঁকরাইল ব্লকের তুঙ্গাধুয়া গ্রামে পৌছে গিয়েছিলেন।সেখানে বিভিন্ন বাড়ি এবং জনবহুল মোড়ে তিনি উপস্থিত হন। মানুষের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন মাস্ক ছাড়া কখনই যাতে বাড়ি থেকে কেউ বের না হন।শারীরিক কোন সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলেন।কোনভাবে যেন কেউ অসুখ বিসুখ চেপে না রাখেন তার জন্য বলেন।পাশাপাশি এদিন করোনা রোধের জন্য সাবান,মাস্ক, স্যানিটাইজর সহ একটি কিটের ব্যাগ তুলে দেন। তিনি বারে বারে মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন মাস্ক ছাড়া কখনই কেউ বাইরে না যান, সামজিক দূরত্ব বজায় রাখেন।খগেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন " আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসেই কভিড মোকাবিলায় জন্য গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন।জনপ্রতিনিধি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুসরন করে এদিন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার গ্রামে গিয়েছিলাম এবং মানষকে করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিধি গুলি মনে চলার জন্য বার্তা দিয়েছি।"উল্লেখ্য ইতিমধ্যে বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক নিজের বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে করোন আক্রান্ত পরিবার গুলির যাতে খাদ্য সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোন সমস্যা না হয় তার জন্য চারটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করেছেন।যুব কর্মীরা ওই নম্বরে কোন ফোন পেলেই মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন।এবার গোপীবল্লভপুরের বিধায়কও পথে নেমে মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করলেন।হিন্দুস্থান সমাচার। গোপেশ

সীমান্তরক্ষীর গুলিতে জখম যুবক, বালুরঘাটের বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামে উত্তেজনা

বালুরঘাট, ১২ মে(হি.স.) : গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল হিলির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। হিলির অন্তর্গত নীচা গোবিন্দপুর গ্রামের ঘটনা।শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির টুকরো লেগে জখম এক যুবক। যুবকের নাম নাম আশরাফুল মোল্লা।কাঁটাতারের বেড়ার ওপর থেকে সেওয়াই'এর প্যাকেট নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে বিএসএফের সাথে বাসিন্দাদের বচসা ও পরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গুলি চালাতে বাধ্য হয় বিএসএফ। গুলিতে আশরাফুল মোল্লা নামের একজন জখম হয়েছেন। বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তার চিকিৎসা চলছে।

হিলি থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের গ্রাম নীচা গোবিন্দপুর। বুধবার সকালে গ্রামবাসীদের সাথে বিএসএফ'র তর্কাতর্কি ও বচসার জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বিএসএফ জওয়ানদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করেন বলে অভিযোগ। উত্তেজিত বাসিন্দাদের ছত্রভঙ্গ করতে বিএসএফ'এর দিক গুলি চালানো হয় বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। বিএসএফএর গুলিতে আহত হয়েছেন গ্রামবাসীদের একজন। বালুরঘাটের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি ২৭ বছর বয়সী জখম ওই বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন নীচা গোবিন্দপুরে বাড়ি আশরাফুল মোল্লা সেওইয়ের কিছু প্যাকেট নিয়ে বেড়ার এপাড়ের গ্রাম বলপাড়ায় যাচ্ছিলো। প্রহরারত জওয়ানরা তাতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। খবর পেয়ে আশপাশ থেকে অন্যান্য জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে গ্রামবাসীরা তাদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন বলে অভিযোগ। উত্তেজিত ছত্রভঙ্গ করতে এর পরেই এক বিএসএফ জওয়ান ছররা গুলি চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই বিএসএফ গুলি চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

নন্দীগ্রামে মমতাকে হারানোর ষড়যন্ত্রের দায়ে মন্ত্রী শিউলি সাহার মায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : নন্দীগ্রামে গোপনে শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে কাজের অভিযোগ উঠল নয়া মন্ত্রী শিউলি সাহার মা বনশ্রী খাঁড়ার বিরুদ্ধে। অনাস্থা এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর ষড়যন্ত্রের দায়ে।

দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বুধবার নন্দীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বনশ্রীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যেরা নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও-র দফতরে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। শিউলি সাহাকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে মমতাকে হারাতে শিউলির মা সক্রিয় ছিলেন বলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ।

বনশ্রীদেবী এ বিষয়ে বলেন, "শারীরিক অসুস্থতার কারণে বুধবার সকাল ১১টায় বিডিও-র দফতরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এসেছি।" অন্য দিকে, দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ জন তৃণমূল সদস্য স্থানীয় বিডিও অফিসে বনশ্রীর বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে পঞ্চায়েতের বৈঠক ডাকার আবেদন জানিয়েছেন।

ওই পঞ্চায়েতের মোট সদস্য ১৩ জন। বনশ্রীদেবীর পাশাপাশি তাঁর ছেলে সুদীপও ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্য। তিনি আগে ওই পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। নন্দীগ্রামের মেয়ে শিউলি ও তাঁর পরিবার জমি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। বনশ্রী নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সভাপতিও হয়েছিলেন। গত পঞ্চায়েত ভোটে জিতে তিনি নন্দীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদ পান।

বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে কাজ করার অভিযোগে অনাস্থা আনা হয়েছে ওই ব্লকেরই মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ গোকুলনগরের বাসিন্দা স্বদেশ দাস অধিকারী এবং কেন্দেমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সানোয়ার শাহের বিরুদ্ধেও।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি স্বদেশ দাস বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনে দল বিরোধী কাজ করেছেন বনশ্রী খাঁড়া। দলনেত্রীর বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগের নানা তথ্য মিলেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সব দিক খতিয়ে দেখার পরেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা বনশ্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন।"

স্বদেশবাবু জানান, এর পর সরকারি নিয়ম মেনে বিডিও অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যদের সভা ডাকার নোটিস জারি করবেন। সেখানেই ভোটাভুটির মাধ্যমে ওই ৩ জনকে পদ থেকে অপসারিত করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষকে সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির বৈঠক ডাকতে হবে। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন স্বদেশ দাস অধিকারী। তৃণমূলের অন্দরেও 'শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ' হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। এ বারের নির্বাচনে গোকুলনগর এলাকায় মমতার চেয়ে কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু। ওই ফলের পিছনে স্বদেশের 'ভুমিকা' ছিল বলেই মনে করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্য দিকে কেন্দেমারির উপপ্রধান সানোয়ার শাহ বরাবরই আবু সুফিয়ানের বিরোধী হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনে শুভেন্দুকে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও ওই অঞ্চলে ভোটের হিসেবে শুভেন্দুর তুলনায় অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন মমতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র তাপস মাইতি বলেন, "নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় যাঁরা তৃণমূলের সুবাদে ক্ষমতায় থেকে দল বিরোধী কাজ করেছেন, তাঁদের খুঁজে বার করা হচ্ছে। জেলা নেতৃত্ব পর্যালোচনা করে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে। পঞ্চায়েতের পদ থেকে অপসারণের পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক স্তরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

করোনায় মৃত চিকিৎসকদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের

কলকাতা, ১২ মে(হি.স.) : রোগীদের চিকিতসা করাকালীন প্রাণ হারানো ৪৩ জন চিকিতসকের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ্য টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন সদ্য নির্বাচিত তামিলনাড়ুর ডিএমকের মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন। বুধবার তিনি একথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তামিলনাড়ুতে এপ্রিল, মে ও জুন মাসের ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য ইনসেনটিভ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এর ফলে এপ্রিল, মে ও জুনের জন্য প্রতি চিকিতসক ৩০হাজার, নার্স ২০ হাজার চিকিতসা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা ১৫ হাজার, পিজি শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার দের ২০, ০০০ টাকা করে ইন্সেন্টিভ দেওয়া হবে।

তামিলনাড়ুতে করোনা আক্রান্তের নিরিখে এখনও পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছে রাজধানী শহর চেন্নাই। সেখানে শেষ ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৪৬৬ জন। নতুন সংক্রমণ বাড়ার সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন সাধারণ জনগণ এবং শিল্পপতিদের কাছে মহামারীটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পাবলিক রিলিফ ফান্ডে অনুদান দেওয়ার আবেদনও করেছেন তিনি। এক বিবৃতিতে স্ট্যালিন আশ্বাস দিয়েছেন, রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রাপ্ত তহবিলগুলি কেবলমাত্র মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন এবং স্টোরেজ সুবিধাগুলি বাড়ানো, আরটি-পিসিআর কিট কেনা, জীবন রক্ষার ডিভাইস ইত্যাদির মতো চিকিৎসার পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কলকাতায় তৈরি হবে 'শ্রমিক আবাসন', ঘোষণা ফিরহাদের

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : ভিন রাজ্য ও জেলা থেকে আসা শ্রমিকদের মাথা গোঁজার সমস্যা দূর করার চেষ্টা হবে। বুধবার দফতরের দায়িত্ব নিয়ে এই সুখবর দিলেন রাজ্যের নতুন আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

কাজের জন্য ভিন রাজ্যের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর শ্রমিক কলকাতায় আসেন। কিন্তু মাথা গোঁজার মতো জায়গা না থাকায় অনেকেই শহরের বিভিন্ন ফুটপাতে আস্তানা গেড়ে বসবাস করেন। অমানবিক জীবন কাটান। সেই দুর্দশা দূর করতে এবার উদ্যোগী হলেন ফিরহাদ। তাঁর কথায়, 'ভিন রাজ্য ও জেলা থেকে কাজের তাগিদে শহরে আসা শ্রমিকদের আবাসন গড়ার জন্য জমির খোঁজ শুরু করেছি। রেল ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন দফতরের আধিকারিকরা। জমি পেলেই শুরু হবে আবাসন গড়ার কাজ। আশা করা যায়, ভিন রাজ্য ও জেলা থেকে আসা শ্রমিকদের মাথা গোঁজার যে সমস্যা রয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে।'

আবাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এদিন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আবাসন দফতরের অধীনে থাকা বিভিন্ন এলআইজি কোয়ার্টারে যারা বর্তমানে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করছেন তাদের সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার কিনে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হবে। কেননা ভাড়া বাবদ যে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়। ফলে সরকারের বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।

তাছাড়া বিভিন্ন কাজের জন্য শহরে আসা ভিন রাজ্য ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" মন্ত্রী বলেন, "বহু সংস্থা ভিন রাজ্য ও জেলা থেকে কাজের জন্য যে শ্রমিক নিয়ে আসে, সেই শ্রমিকরা ওই আবাসনে থাকবেন। ভাড়া বহণ করবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। কাজ শেষে ফের ওই আবাসন খালি করে দেবে। যাতে অন্য সংস্থার শ্রমিকরা থাকতে পারেন। এতে যেমন ভিন জেলা ও রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের থাকার সমস্যা মিটবে, তেমনই কলকাতা শহরের যত্রতত্র ঝুপড়ি বানিয়ে আস্তানা গাড়ার মতো ঘটনাকেও নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীকে মমতার চিঠি, ''দরকারে বাংলায় টিকা তৈরির কারখানা হোক''

কলকাতা, ১২ মে (হি স)। রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য করোনার টিকা চেয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, 'কোনও করোনা টিকা উৎপাদনকারী সংস্থা বা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি বাংলায় কারখানা তৈরি করতে চায়, তাহলে জমি দিতে রাজি রাজ্য সরকার।'

টিকা চেয়ে মমতা আগেও চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তবে এবার তার সঙ্গে জুড়লেন একটি প্রস্তাবও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, টিকার বিপুল চাহিদা মেটাতে বিদেশি সংস্থাগুলিকে দিয়ে টিকা উৎপাদন করানো যেতে পারে। দেশে তাদের শাখা খোলার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

বুধবার মোদীকে লেখা ওই চিঠিতে বিদেশ থেকে টিকা আমদানি করার প্রস্তাবও দিয়েছেন মমতা। তিনি লিখেছেন, "দেশের বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে আমরা এখন যাচাই করে নিতেই পারি কোন বিদেশি সংস্থার তৈরি টিকা ভারতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী? সেই অনুযায়ী দ্রুত বিদেশ থেকে টিকা আমদানির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।" দেশের টিকার চাহিদার অনুপাতে যোগান যে যথেষ্ট নয়, তা আগেও বলেছেন মমতা। বুধবার চিঠিতে লিখেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে স্পষ্ট যে, দেশের টিকার উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের ১০ কোটি এবং দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ টিকার যোগান দরকার, এ যাবৎ তার অতি সামান্যই পূরণ করা গিয়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, 'বিশ্বের একাধিক দেশে একাধিক সংস্থা করোনার টিকা উৎপাদন করছে। দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে কোন সংস্থার টিকা আমাদের দেশে সবচেয়ে কার্যকরী। সেই অনুযায়ী টিকা আমদানি করা যেতে পারে।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের চিকিৎসকরা। বিশিষ্ট চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীর কথায়, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অভিনন্দন যোগ্য। দেশে যেভাবে করোনার টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে, তাতে মারণ ভাইরাসকে সহজে মোকাবিলা করা যাবে না। হাতে গোনা সংস্থাকে দিয়ে করোনার টিকা উৎপাদন করালে মারণ ভাইরাসের সুনামিকে রোখা যাবে না। আরও বেশ কিছু সংস্থাকে টিকা উৎপাদনে কাজে লাগাতে হবে।'

বুধবার আদিবাসী কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষে কিল্লা বি ডি ও অনিমেষ দেববর্মার নিকট এক স্মারক লিপি প্রদান করেন উদয়পুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস মহাশয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন কিল্লার ব্লক কংগ্রেস সভাপতি শ্রী অনন্ত লাল জমাতিয়া,রাজ কুমার জমাতিয়া এবং কেশবাবু মলসুম সহ কংগ্রেসের অন্য সকল নেতৃত্ব। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

১৬ মে থেকে পাকিস্তানে ৩০ উর্ধ্বদের টিকা রেজিস্ট্রেশন, ফের শতাধিক মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১২ মে হি.স.): পাকিস্তানে আগামী রবিবার, ১৬ মে থেকে ৩০-৩৯ বয়সীদের টিকাকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন সেন্টারের প্রধান আসাদ উমর। আসাদ উমর এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, 'টিকা সরবরাহ যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই রবিবার, ১৬ মে থেকে ৩০ উর্ধ্বদের টিকা রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।' উল্লেখ্য, গত ৩ মে পাকিস্তানে ৪০-৪৯ বছর বয়সীদের জন্য টিকার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছিল।
পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুও শতাধিক। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৬৯ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৯,২১০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৩৮ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৯২ জন। বুধবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৬৭,৪৩৮। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭৬,৫৩৬। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৭,৭১,৬৯২ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৭.৪২ শতাংশ।

ফের বাড়ল সংক্রমণ, ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ৪.২৫-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১২ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও দুই হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,২৭৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১,০১৮ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১১-তে পৌঁছেছে।
বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে ব্রাজিলে, একইসঙ্গে সুস্থতার হারও ঊর্ধ্বমুখী। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭১,০১৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,২৮৫,০৪৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,৮৪৭,১৯১ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,১২,১৪৬ জন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু ৭৪৩ জনের, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৪,৯০৪ জন

ওয়াশিংটন, ১২ মে (হি.স.): আমেরিকায় ফের খানিকটা বাড়ল কোভিডে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭৪৩ জন রোগীর। আমেরিকায় মঙ্গলবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৯০৪ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৫৫০,১১৫-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৪৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৪৬ জনের।বিগত কিছু দিন ধরে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল, কিন্তু মঙ্গলবার সারাদিনে একধাক্কায় মৃত্যু হল ৭৪৩ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজার ৯০৪ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৫৫০,১১৫-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৬,৫৫৮,১৩৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৯৫ হাজার ০৩১ জন।

ছত্তিশগড়ে মাও-তাণ্ডব অব্যাহত, সুকমায় পুলিশ কর্মীকে নৃসংশভাবে খুন

রায়পুর, ১২ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের তাণ্ডব কমছে না, বরং দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে। এবার ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমা জেলায় বাড়ির কাছেই একজন পুলিশ কর্মীকে নৃসংশভাবে হত্যা করল মাওবাদীরা। সুকমা জেলার পেনটা এলাকার ঘটনা। নিহত পুলিশ কর্মীর স্ত্রী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে আমরা ঘুমিয়েছিলাম, আচমকাই ৫ জন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আমার স্বামী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা ধরে ফেলে। তারা ট্র্যাক্টরের চাবি ও ফোন চাইছিল, পরে আমার স্বামীকে খুন করেছে। বুধবার সকালে এসডিওপি জানিয়েছেন, 'খবর পাওয়ার পর আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে পড়েছিল ওই পুলিশ জওয়ানের দেহ। আমরা দেহ মর্গে নিয়ে এসেছি, তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

বেআইনীভাবে জল বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। বৈধ অনুমোদন ছাড়াই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুমে পানীয় জল প্যাকেটজাত করার খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্টে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বেআইনিভাবে প্যাকেটজাত করা জল করেছেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাব্রুম মহকুমা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সাব্রুম হাসপাতাল সংলগ্ন রাজেন্দ্র ফুড প্রোডাক্ট প্যাকেট ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্টে হানা দেয়। এই প্ল্যান্টে ১-লিটার ও ৫০০- গ্রাম পানীয় জলের বোতল তৈরি করার অনুমোদন ছিলো।

দিল্লিতে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ২০,৩১০ সক্রিয় রোগী ৮২

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ধীরে ধীরে কমছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে দিল্লিতে সুস্থতার সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩,২৮৭ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩০০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২০ হাজার ৩১০ জনের।দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৫১ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৪,০৭১০ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮২ হাজার ৭২৫ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ১৭.০৩ শতাংশ।
একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনায় জনমনে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে উদয়পুর কুনবন ও জামজুড়ি গাঙফিরা এলাকায়। আজ সম্পূর্ণ ফেস বুক লাইভ করে নিজের ঘরের তীরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলো পঁচিশ বছরের এক যুবক। ঘটনা উদয়পুর জামজুড়ি গাঙফিরা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম রূপক দাস,বাবা নয়ন দাস(ডাক নাম অমৃত)।আজ এক অভিনব কায়দায় ফেসবুক লাইভ করে নিজের ঘরের তীরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলো পঁচিশ বছরের যুবক রূপক দাস। পাঁচ ভাই তিন বোনের সংসারে অবিবাহিত রূপক ছিলো ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। ফাঁসিতে আত্মহত্যার কথা শুনে এলাকাবাসী কাকড়াবন থানায় খবর দিলে কাকড়াবন থানার পুলিশ রূপকের দেহ ময়নাতদেন্তর জন্য টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।আগামী কাল ময়নাতদন্ত শেষে নিকট আত্মীয়ের হাতে রূপকের দেহ তুলে দেওয়া হবে। এলাকায় উৎকন্ঠা, আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। অভিভাবক মহল চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

ভোপালে ১০০ টাকার উর্ধে পেট্রোল, মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়ছে দুই জ্বালানি

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে ফের রেকর্ড গড়ল জ্বালানি তেল। বুধবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দেশের সর্বত্র। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে লিটারপ্রতি ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গেল পেট্রোলের দাম। মূল্যবৃদ্ধির পর বুধবার ভোপালে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.০৮ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৫ টাকা। কলকাতায় বুধবার ০.২৪ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ০.২৪ পয়সা বেড়ে বুধবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ৯২.১৬ টাকায় পৌঁছেছে এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হল ৮৫.৪৫ টাকাঊ শুধুমাত্র কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য শহরেওঊ দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৯২.০৫ টাকা প্রতি লিটার (০.২৫ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৮২.৬১ টাকা প্রতি লিটার ঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৯৮.৩৬ টাকা (০.২৪ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার এবং ৮৯.৭৫ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৩.৮৪ টাকা (০.২২ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার এবং ৮৭.৪৯ টাকা প্রতি লিটার।

দূর্ঘটনায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মে।।ফের যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটলো তেলিয়ামুড়া থানাধীন চালিতাবাড়ি এলাকায় বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ। এই যান দুর্ঘটনায় আহত হয় এক যুবক।বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।আহত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ দেববর্মা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুসিন্দ্রাইবাড়ি এলাকায়।সংবাদে জানা যায় আহত যুবক একটি স্কুটি নিয়ে মোহর ছড়া থেকে বাড়ি ফিরছিল।হঠাৎ করে তার স্কুটির সামনে এক মহিলা এসে যাওয়াতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।এই যান এই দুর্ঘটনাটি ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চালিতা বাড়ি এলাকায়।এতে আহত হয় প্রসেনজিৎ দেববর্মা(২৪)।পরে এলাকাবাসীরা তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের খবর দেয়।দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রসেনজিৎ দেববর্মা কে আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতালে নিয়ে আসে।বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে তেলিয়াপাড়া মহাকুমার হাসপাতাল।

আমবাসায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মে।। আমবাসা রেলস্টেশন সংলগ্ন আনন্দ বাজার রেললাইনে সাগর দাস নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। জানা যায় সাগর দাস আমবাসা হঠাৎ কলোনি এলাকার বাসিন্দা। একই এলাকার জুয়েল দাস গতকাল সন্ধ্যায় তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে, সাগর দাস এর বাবা অভিযোগ করে সাগর দাস কে হত্যা করা হয়েছে।

শিবনগরে

● প্রথম পাতার পর

সাধনা দাস ,প্রসেনজিৎ দাস ,কামনা বিশ্বাস।আক্রমণকারীরা হলো বিমল দাস এর পরিবারের লোকজনরা। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ম্যাচুরিটির টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

১২ মে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস। করুণা আবহে ছোট পরিসরে এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল বিশালগড় প্রেসক্লাব।বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠান হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে।ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সাথে বিশ্বের সেবিকাদের রোগীদের প্রতি দেওয়া নিঃস্বার্থ সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস সহ বিশালগড় প্রেসক্লাবের কার্যকর্তারা। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

জোন ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোন সমস্যা এড়াতে সংস্কারের জন্য দল প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং সদর মহকুমা শাসক কন্টেনমেন্ট জোন-এ ব্যারিকেড, চেক পয়েন্ট সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, কনটেইনমেন্ট এলাকায় বসবাসকারী প্রায় সাড়ে তিন হাজার গরীব পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ফুড প্যাকেট দেওয়া হবে। ৮ প্রকার সামগ্রীর এই ফুড প্যাকেটে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, আলু, পেঁয়াজ, সোয়াবিন, দুধ ও লবণের প্যাকেট থাকবে। প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড, অন্ত্যোদয় যোজনা, এ পি এল ভুক্তদের মধ্যে যারা গরীব অংশের রয়েছেন এবং কোনওরকম ক্যাটাগরি ভুক্ত নন এমন গরীব অংশের জনসাধারণকে এই ফুড প্যাকেট দেওয়া হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত অন্ত্যোদয় যোজনা বা অন্য ক্যাটাগরিতে যারা বিনামূল্যে চাল পাচ্ছেন তারা চাল ছাড়া বাদবাকি সমস্ত সামগ্রীই পাবেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, গরীব অংশের কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না। তিনটি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা প্রায় ৩১,৫৬৪ জন। এরফলে প্রায় ৫০ শতাংশ লোকই বিনামূল্যে এইসব সামগ্রী পাবেন।

প্রসঙ্গত, যে তিনটি ওয়ার্ডে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ৫ নং ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা গড়ে ২০ শতাংশ, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ শতাংশ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩১.৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ২, ১২,২০,২৪,৩৩,৪৫ এবং ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা গড়ে ৯ শতাংশ। ১০ শতাংশের উপরে গেলেই ওইসব ওয়ার্ডেও কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা হতে পারে।

শুরু আজ

● প্রথম পাতার পর

সম্ভব হয়নি। কিন্ত, এখন ত্রিপুরায় টিকা আসতে শুরু করেছে। শীঘ্রই টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা কোভেক্সিন-র ১৫ হাজার ডোজ পেয়েছে। তার মধ্যে ২০০০ জন-কে টিকা দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলায় ৪টি সেন্টারে ১৮ উর্দ-দের টিকাকরণ চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, অবশিষ্ট ১৩ হাজার ডোজ শীঘ্রই ত্রিপুরায় এসে পৌছাবে এবং নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার কোভিশিল্ড-র টিকা-র ক্রয়ে অর্ডার পাঠিয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে ৪৩ হাজার ডোজ আগামী দুই দিনের মধ্যে আগরতলায় পৌছে যাবে। তাঁর দাবি, ১৮ উর্দ-দের ওই টিকা দেওয়া হবে। মিশন অধিকর্তা-র কথায়, পরিস্থিতি গুরুত্ব অনুধাবন করে পুর নিগম এলাকার বাসিন্দা-দের অগ্রাধিকারের ভিত্তি-তে টিকাকরণ হবে। তাঁর বক্তব্য, আগরতলায় ২৪টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ওই কেন্দ্রগুলিতে আগরতলায় বসবাস করেন ত্রিপুরার সমস্ত নাগরিক-দের টিকাকরণ হবে।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

নম্বরের একটি অটো রিকশা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করলে তাতে তালাশি চালিয়ে এই সাফল্য আসে। অটো রিকশায় তালাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে মোট পাঁচ কার্টুনে ৬০ বোতল বিলেতি মদ। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা হবে। ওসি জানান, পুলিশি জেরায় পাচারকারী নাকি বলেছে, মদগুলো লোয়াইরপোয়ায় বাজারিছড়া রোডের জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। তবে তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি তিনি। ধৃতের বিরুদ্ধে চুড়াইবাড়ি থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানান ওসি জয়ন্ত দাস।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সময় নয়। এখন সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরই উচিৎ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। ভারত নিজের দেশে কোভিড টিকা না দিয়ে বিদেশে কেন সাড়ে ৬ কোটি টিকা দিয়েছে, জাতীয় স্তরে বিরোধীদের তোলা এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী ! সবশেষে তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন রেখে বলেন, ত্রিপুরা যাতে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো না হয়, তার জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাংবাদিক সম্মলনে তাঁর সঙ্গে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াও ছিলেন।

টিকাকরণ

● প্রথম পাতার পর

বলেন তিনি।তাঁর কথায়, গোমতি এবং সিপাহীজলা জেলায় গতকাল থেকেই টিকাকরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে, পরবর্তী ডোজ রাজ্যে এসে পৌছা মাত্রই ফের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়ে যাবে। তাঁর দাবি, আগামী ১৬ মে-র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় দেড় লক্ষ টিকা ত্রিপুরার জন্য পাঠাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, টিকাকরণ-এ ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আগামীকাল থেকে ১৮-৪৪ বছর বয়সী-দের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে।

সিস্টেম

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা করা হবে।এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরাসরি থাকবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উপর। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই অক্সিজেন প্লান্টগুলি কার্যকর করতে হবে। অক্সিজেন প্লান্টের পর অক্সিকেয়ার সিস্টেম কেনার সিদ্ধান্ত সমস্যা অনেকটাই কমাবে বলে দাবি করছে কেন্দ্র।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তুলে ধরে তিনি বলেন, ১ জন সংক্রমিত ১ মাসে সাড়ে চারশ জনের অধিক মানুষ-র মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। তাই তিনি সকলের কাছে করোনা-বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অঙ্গন

পটেলদের সঙ্গে দৌড়ে একটু যেন পিছিয়েই পড়েছেন কুলদীপ

মুম্বই, ১২ মে : জায়গা হয়নি ইংল্যান্ড সফরকারী দলে। কুলদীপ যাদব ভারতীয় দলে ব্রাত্যই। আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সও তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেনি। ভারতের বাঁহাতি স্পিনারের কেরিয়ার বেশ অন্ধকারে, তা বলাই যায়। ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর পটেলদের সঙ্গে দৌড়ে একটু যেন পিছিয়েই পড়েছেন কুলদীপ। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বে যদিও তিনি এবং যুজবেন্দ্র চহালই ছিলেন ভারতের প্রধান স্পিনার। সেই সময় এখন অতীত।শেষ ৬ মাসে কুলদীপ খেলেছেন একটি টেস্ট এবং দুটি একদিনের ম্যাচ। কুলদীপ বলেন, "কিছু কিছু সময় আমি ধোনিকে খুব মিস করি। মাহি ভাই আমার পথপ্রদর্শক। উইকেটের পিছন থেকে সব সময় আমাদের গাইড করত। এখন ঋষভ পন্থ খেলে। ও যত খেলবে তত বেশি গাইড করতে পারবে। আমার সব সময় মনে হয় প্রত্যেক বোলারের একজন সহযোগী দরকার উল্টোদিক থেকে।"কুলদীপের আক্ষেপ ধোনি চলে যাওয়ার পর আর চহালের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলেননি তিনি। কুলদীপ বলেন, "মাহি ভাই যখন ছিল আমি আর চহাল একসঙ্গে খেলতাম। ও চলে যাওয়ার পর আর একসঙ্গে খেলিনি। মাত্র কয়েকটা ম্যাচই খেলেছি মাহি ভাই চলে যাওয়ার পর। আমার আরও বেশি ম্যাচ খেলা উচিত। হ্যাটট্রিকও করেছি আমি। গোটা কেরিয়ারের দিকে তাকালে খুব খারাপ দেখাবে না সংখ্যাগুলো। ভেঙে ভেঙে দেখলে হয়তো কিছু সময় খারাপ গিয়েছে। কাদের বিরুদ্ধে খেলেছি সেটাও দেখা প্রয়োজন।"ভারতীয় দলে এখন আর নিয়মিত নন কুলদীপ। তিনি বলেন, "যত ম্যাচ খেলব ভাবি,, ততগুলো ম্যাচে সুযোগ পাই না। কোথাও গিয়ে সেটা আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে। টানা খেললে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকে। বাইরে বসে থাকলে চাপ বাড়ে ক্রিকেটারের ওপর। ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট খেলতে গিয়ে আমি সেই চাপ বুঝতে পেরেছিলাম।"

সৌরভদের সিদ্ধান্তকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বললেন রোহিতদের ফিল্ডিং প্রশিক্ষক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে দর্শক ফিরেছিল ভারতের মাঠে। চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ৫০ শতাংশ দর্শক ঢোকার অনুমতি দিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড। তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্টের সময় আমদাবাদেও ৫০ শতাংশ দর্শক ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই মনে করেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিল্ডিং প্রশিক্ষক জেমস প্যামেন্ট।আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ায় নিউজিল্যান্ড ফিরে গিয়েছেন প্যামেন্ট। তিনি বলেন, "ইংল্যান্ড যখন ভারতে আসে কিছু ম্যাচ ফাঁকা মাঠে হয়েছিল। কিন্তু তার পর দরজা খুলে দেওয়া হয় দর্শকের জন্য। আমদাবাদে ৭০ হাজার দর্শক খেলা দেখে। আমার মনে হয় এটা দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত। এখন আমদাবাদে প্রচুর মানুষ করোনা আক্রান্ত।"ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমদাবাদের পর টি২০ এবং একদিনের সিরিজ খেলা হয় পুণেতে। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেশি থাকায় দর্শক ঢোকার অনুমতি দেয়নি বিসিসিআই। তবে টেস্ট সিরিজে দর্শক ঢোকার অনুমতিও করোনা সংক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন প্যামেন্ট।

করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চলেছেন রঞ্জিত বজাজ

প্রাক্তন আই লিগজয়ী ক্লাব মিনার্ভা পঞ্জাবের সমস্ত হস্টেল, মেস এবং প্রেক্ষাগৃহতে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চলেছেন রঞ্জিত বজাজ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩০০টি বেড তৈরি করতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বজাজ নিজেও করোনা আক্রান্ত, সেই অবস্থাতেই এমন উদ্যোগ নিলেন তিনি।মঙ্গলবার রাতে বজাজ টুইট করে লেখেন, 'মিনার্ভা পঞ্জাবের সমস্ত হস্টেল, মেস এবং প্রেক্ষাগৃহ হাসপাতাল অথবা কোভিড কেয়ার সেন্টারে রুপান্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। পঞ্জাবকে সাহায্য করতে চাওয়া কোনও পরোপকারী ব্যক্তি আমাকে জানাতে পারেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩০০টি বেড তৈরি করার চেষ্টা করছি আমরা'।১১ মে পঞ্জাবে ২১৭ জন করোনায় মারা গিয়েছেন। যা এখনও একদিনে সর্বোচ্চ। আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬৬৮ জন। এখনও অবধি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৬৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্জাবে। করোনা সংক্রমণে বিপর্যস্ত পঞ্জাব। সেই সময় বাজাজের এমন উদ্যোগ যে পঞ্জাববাসীকে সাহায্য করবে তা বলাই যায়। আই লিগে আগে খেললেও বর্তমানে শুধুই ফুটবলার তৈরির কারখানা। বয়সভিত্তিক এবং সিনিয়র আই লিগ জিতে এক সময় চমকে দিয়েছিল পঞ্জাবের এই ক্লাব। ভারতের অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপ দলের প্রায় ৯০ শতাংশ ফুটবলারই ছিল এই অ্যাকাডেমির। চণ্ডীগড়ের সেই অ্যাকাডেমিই এখন কোভিড হাসপাতাল হওয়ার পথে। এর আগেও বহু বার বজাজকে দেখা গিয়েছে দুঃস্থ বাচ্চাদের বা ফুটবলারদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্ণযুগ ফিরবে না

চেন্নাই, ১২ মে: বর্তমান প্রজন্মের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে দেখে খুব প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতে পারছেন না কার্টলে অ্যামব্রোজ। কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার বরং বলে দিচ্ছেন, এখনকার ছেলেরা জানেই না ক্যারিবিয়ান জনতার কাছে ক্রিকেটের কী বিশাল অর্থ! একই সঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই স্বর্ণযুগের ক্রিকেট গৌরব আর হয়তো কখনওই ফিরে আসবে না!অ্যামব্রোজের সোজাসাপ্টা মন্তব্য, "এখন আমরা যে সব তরুণকে দেখছি দেশের হয়ে খেলছে, তারা জানেই না ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষের কাছে ক্রিকেটের জায়গা কোথায়।" নিজেদের দেশে তো বটেই, বিদেশে বসবাসকারী ক্যারিবিয়ানদের কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। বলেছেন, "দেশে এং বিদেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষদের একসূত্রে গেঁথে রাখার মাধ্যম ক্রিকেট। আমি জানি না, বর্তমান প্রজন্ম কতটা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।"ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম দু'টি বিশ্বকাপ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিরাশিতে ক্লাইভ লয়েডের বিশ্বত্রাস দলের জয়যাত্রা থামিয়ে দেয় কপিল দেবের ভারত। তার পরেও বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করেছেন ভিভ রিচার্ডস, ডেসমন্ড হেনেস, রিচি রিচার্ডসন, ব্রায়ান লারা এবং তাঁদের বিশ্বত্রাস ফাস্ট বোলারেরা। কিন্তু সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের পরম্পরা এখন আর নেই। সেই ১৯৭৯-তে বিশ্বকাপ জয়ের পরে ২০১২ এবং ২০১৬-তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। কিন্তু পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ আর জিততে পারেনি। অ্যামব্রোজ বলছেন, "আমি বর্তমান প্রজন্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছি না। এখনকার দলে দু'তিন জন আছে, যারা সত্যিই দক্ষ। সেরা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে। সেই স্বর্ণযুগের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আর আমরা কখনওই হয়তো দেখতে পাব না।" ৯৮ টেস্টে ৪০৫ উইকেট নেওয়া প্রাক্তন ফাস্ট বোলার গোপন করছেন না যে, এই মুহূর্তে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে যথেষ্ট যোগ্য প্রতিভা খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাঁর

করোনায় মারা গেলেন প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন তথা কোচ বেণুগোপাল চন্দ্রশেখর

চেন্নাই, ১২ মে(হি.স.) : এবার করোনা ভাইরাসের কবলে এসে প্রাণ হারালেন প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন তথা কোচ বেণুগোপাল চন্দ্রশেখর। ক্রীড়াজগতে বেণুগোপাল পরিচিত ছিলেন 'চন্দ্র' নামে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগতে থাকা এই প্রবীণ টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ১৯৮০-র দশকের এই তারকা রেখে গেলেন স্ত্রী-ছেলেকে। তিন বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজেতা ও কমনওয়েলথ গেমসের সেমিফাইনালে ওঠা এই প্রবীণ খেলোয়াড় পেয়েছেন অর্জুন পুরস্কারও। সেসময় আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। 'চন্দ্র' একবার হাঁটুর সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। সে সময় ভুল চিকিৎসার কারণে তিনি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। ক্ষয় হয়েছিল দৃষ্টিশক্তিও। অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি চালিয়ে গিয়েছেন কোচিং। উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর কোচিং সেন্টার থেকেই উঠে এসেছে জি সাথিয়ান ও আর এস রাজা মতো এখনকার একাধিক টেবল টেনিস তারকা। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ক্রীড়া মহল।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে নার্সদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকারের

মুম্বই, ১২ মে(হি.স.) : আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে বিশ্বের সমস্ত নার্সদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন বিশ্ববরেণ্য প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে উত্তাল দেশের বিভিন্ন রাজ্য। এই মহামারিতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে দিনরাত সামনের সারিতে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করে তুলছেন তাঁরা। সেই সমস্ত কোভিদ যোদ্ধা নার্সদের শ্রদ্ধা জানালেন শচীন তেন্ডুলকার। বুধবার তিনি টুইট বার্তায় লেখেন, নীরবতা সঙ্গে সব সময় মানব সেবায় নিয়োজিত তাঁরা। নিদ্রাহীন রাত জেগে পর্যবেক্ষণ ও সেবা করে তুলেছেন রোগীদের যখন আমরা অসুস্থ থাকি। এই মহামারীর আমাদের শিক্ষা দিয়ে চিনতে শিখিয়েছে তাদের প্রয়োজনীয়তা। তারা না থাকলে তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত। হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল নার্স ডে। একই সঙ্গে তিনি এদিন তার টুইটারে ইন্টারন্যাশনাল নার্স ডে উপলক্ষে ছবি পরিবর্তন করেছেন। এদিন তিনি তিন নার্সের ছবি দিয়ে টুইটারে পোস্ট করেছেন। পাশাপাশি আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি পঞ্জাব কিংসের পক্ষ থেকে এদিনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে টুইটে লিখেছেন, নীরব যোদ্ধা, যারা নিদ্রাহীন এবং ভয়হীন ভাবে সেবা করে চলেছেন। সানরাইজার হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে নার্সদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পরবর্তী ম্যাচ বাকি থাকতেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাব জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ মে(হি.স.) : মঙ্গলবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফের লেস্টার সিটির কাছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পরাজিত হয়ে পরবর্তী ম্যাচে মাঠে নামার আগেই প্রিমিয়ার লিগের খেতাব জয় নিশ্চিত করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার চেলসির কাছে হেরে অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হতেই পেপ গুয়ার্দিওলার দলের চোখ ছিল পড়শি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচগুলোর দিকে। রবিবার অ্যাস্টন ভিলাকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পরাজিত করায় সিটির অপেক্ষা আরও বাড়ে। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। ঘরের মাঠে লেস্টারের কাছে ইউনাইটেড ১-২ গোলে হারতেই ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতল স্কাই ব্লুজ'রা। চার বছরে এই নিয়ে তিনবার খেতাব জয় করল তারা। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে সেটপিস থেকে 'ফক্স'দের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ক্যাগলার সোয়াঞ্চু। এই জয়ের ফলে ৩৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহে ৬৬ পয়েন্ট। চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত হওয়া সিটির সংগ্রহে আপাতত ৩৫ ম্যাচে ৮০ পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্যান ইউ'য়ের ঝুলিতে ৭০ পয়েন্ট। অর্থাৎ, কোনওভাবেই তাদের পক্ষে সিটিকে আর ধরা সম্ভব নয়। তবে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়নে লিগে খেলার বিষয়টি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে ফেলেছে সোল্কজায়েরের ছেলেরা।

লা লিগা জয়ের আশা কার্যত শেষ বার্সেলোনার লেভান্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ড্র

বার্সেলোনা, ১২ মে(হি.স.) : বার্সেলোনার লা লিগা জয়ের আশা কার্যত শেষ। মঙ্গলবারের ম্যাচ জিতে পোল পজিশনে উঠে আসার সুযোগ পেয়েছিল মেসি-ব্রিগেড। কিন্তু তিরাশি মিনিটেই স্বপ্নভঙ্গ। দু''গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও বার্সেলোনা বনাম লেভান্তের খেলা ৩-৩ স্কোরে শেষ হল। একটি ম্যাচ হাতে নিয়ে শীর্ষে উঠে গেল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (৭৮)। অন্যদিকে সমসংখ্যক ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৭৫। আর বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে একটি ম্যাচ বেশি খেলে বার্সেলোনার পকেটে ৭৬ পয়েন্ট। লেভান্তের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও সেই সুযোগ হাতছাড়া করল বার্সেলোনা। তার চেয়েও বড় কথা ড্র করে এদিন হয়তো খেতাবটা লেভান্তের মাঠেই রেখে এলেন লিওনেল মেসিরা। প্রথমার্ধে দু'গোলে পিছিয়ে পড়া লেভান্তে এদিন সমতা ফেরায় দ্বিতীয়ার্ধে। বার্সেলোনা তারপরেও ফের লিড নেয়। কিন্তু ম্যাচ শেষের কয়েকমিনিট আগে তৃতীয় গোল ফিরিয়ে দিয়ে কাতালানদের শীর্ষে যাওয়ার আশায় জল ঢেলে দেয় লেভান্তে।

সবমিলিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের পর লেভান্তে, টানা দু'ম্যাচ ড্র করে খেতাব থেকে ক্রমশ পিছু হটছে বার্সা। এখন অ্যাটলেটিকো কিংবা রিয়ালের পয়েন্ট খোয়ানোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তাদের।শেষমেশ ৩-৩ অমীমাংসিত স্কোরলাইনেই ভ্যালেন্সিয়ার স্টেডিয়াম ছাড়ে দুই দল। আজ লা লিগায় অ্যাটলেটিকো বনাম রিয়াল সোসিদাদ। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রিয়াল নামবে অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে। আশা ক্ষীণ। তবু, এই দু''টি ম্যাচের ফলের উপরেই নির্ভর করছে বার্সেলোনার খেতাবজয়ের চূড়ান্ত ভাগ্য।

শীঘ্রই ভারতীয় দলের কোচ হতে চলেছেন রাহুল দ্রাবিড়!

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। ভারতীয় জুনিয়র এবং এ দলের দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন। ব্যাট হাতে যেমন ছিলেন দলের স্তম্ভ, তেমনই কোচ হিসেবেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। ঠিক ধরেছেন, কথা হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। সেই দ্রাবিড়ই কি এবার টিম ইন্ডিয়ার গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে চলেছেন? ভারতীয় বোর্ডের অন্দরে কান পাতলে কিন্তু এমন খবরই ভেসে আসছে। তবে কি ভারতীয় ক্রিকেটে শাস্ত্রী জমানার অবসান ঘটতে চলেছে?না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তাহলে আর একটু খোলসে করে বলা যাক। আসলে করোনা কালে বিদেশ সফরে যাওয়ার জন্য নানাধরনের বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিসিসিআইকে। সে দেশের কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম পালন থেকে ক্রিকেটারদের সুরক্ষা, সবদিকেই নজর রাখতে হবে। জুলাইতে একদিকে যেখানে ইংল্যান্ডে থাকবেন বিরাট কোহলিরা, ঠিক সেই সময়ই অন্যদিকে আরেক ভারতীয় দল যাবে শ্রীলঙ্কায়। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, তাহলে লঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে হার্দিক পাণ্ডিয়াদের ভারতের কোচ হিসেবে কে যাবেন? কারণ রবি শাস্ত্রী তো তখন ইংল্যান্ডে থাকবেন কোহলি অ্যান্ড কোংয়ের সঙ্গে। শ্রীলঙ্কায় ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলের কোচের ভূমিকায় তাই সর্বাগ্রে নাকি নাম উঠে আসছে মিস্টার ডিপেন্ডেবলেরই। এক্ষেত্রে দ্রাবিড়ের সঙ্গে যেতে পারেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সাপোর্ট স্টাফরা। যদিও বোর্ডের তরফে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও আপডেট দেওয়া হয়নি।আগামী ১৩ জুলাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ভারতের। পরের ম্যাচ দু'টি যথাক্রমে ১৬ ও ১৯ জুলাই। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ২২ জুলাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ২৪ ও ২৭ তারিখ। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হয়তো পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবেন হার্দিকরা। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বলে খবর। যা খবর, ৫ জুলাই শ্রীলঙ্কা পৌঁছনোর কথা ভারতীয় দলের। ফিরবে ২৮ জুলাই। শ্রীলঙ্কায় পা রেখেই এক সপ্তাহের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ক্রিকেটারদের। সেই কোয়ারেন্টাইন আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনদিন পুরোপুরি ঘরবন্দি থাকতে হবে। পরের চারদিন অনুশীলন করতে পারবেন তাঁরা। তবে সিরিজের ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/06/2021-22 dated 07/05/2021
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and :eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other Slate PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **27/05/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/12/2021-22	₹ 427,085.00	₹ 4,271.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/13/2021-22	₹ 315,152.00	₹ 3,152.00	90 (ninety) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/14/2021-22	₹ 489,883.00	₹ 4,899.00	90 (ninety) days
4	DNIeT No.EE-IED/AGT/15/2021-22	₹ 408,236.00	₹ 4,082.00	90 (ninety) days
5	DNIeT No.EE-IED/AGT/16/2021-22	₹ 351,148.00	₹ 3,511.00	90 (ninety) days
6	DNIeT No.EE-IED/AGT/17/2021-22	₹ 489,883.00	₹ 4,899.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **27/05/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **27/05/2021,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
ICA-C-561/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 04/EE/DWS/KMP/2021-22 Dt:-06/05/2021
Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ FiPms"of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 8 (eight) for the following works up to 3.00 pm on 04/06/2021.

Sl. No	Name of work	Estimated Cost	Earnest money	Time of completion
1.	(DNIT NO. 37/EE/DWS/KMP/2020-21) (3rd Call)	Rs. 1,99,200/-	Rs. 1,992/-	04(four) Months
2.	(DNIT NO. 39/EE/DWS/KMP/2020-21) (3rd Call)	Rs. 1,99,300/-	Rs. 1,993/-	03(three) Moths

Last date for submission of application for tender, Pm is:- **27/05/2021** & last dale qf lender form issue is upto:- **01/06/2021** and Tender Dropping Date is up to **3.00PM on 04/06/2021.** All details can be seen in the office of the undersigned. Tender form can he obtained & may also he dropped in Agartala, DWS Diviyion-I and Rig Division Agartala.
(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer,
DWS Division, Kamalpur
Dhalai Tripura
ICA-C-553/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/07/2021-22 dated 10/05/2021
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and.seligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **28/05/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/14/2021-22	₹ 489,883.00	₹ 4,899.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **28/05/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **28/05/2021,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
ICA-C-540/2021-22

TRIPURA HOUSING & CONSTRUCTION BOARD
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/THCB/PD-II/2020-21
Tripura Housing & Construction Board, West Tripura invites **percentage rate e-tender from the Central** & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State **PWD up to 3.00 P.M. on 01/06/2021** for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of cycle, scooter, stand at the premises of Fire Service Head Quarter Complex, Fire Service Chowmuhani, Agartala. DNIeT No. 01/DEO(H&B)/ THCB/ 2021-2022	4,35,201.00	4,362.00	90 days	01/06/2021 Up to 15.00 Hrs	01/06/2021 At 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. **Submission of bids physically is not permitted.**
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of '1000.00 (Rupees One thousand) only, to be paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of **Tripura Housing & Construction Board, West Tripura** and the same shall be accessible by intending Bidder through website **https://tripuratenders.gov.in.** However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to **housingboard.tripura@gmail.com**
Deputy Executive Officer (PD-II)
Tripura Housing And Construction Board
Agartala, West Tripura.
ICA-C-545/2021-22

সন্ধান চাই

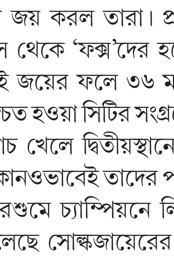

Ref :- Airport PS G.D. Entry No.08, dated - 06/05/2021.
পাশের ছবিটি শ্রী দীপক অধিকারী, পিতা - বঙ্কিম অধিকারী, সাং - লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান, থানা - এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা, গায়ের রঙ - ফর্সা, পরনে - পেন্ট-শার্ট, বয়স - ৫৫ বছর। গত ২১/০৪/২০২১ ইংরেজি তারিখ কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১-২৩৮-২২৫৮
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA-D-156/2021-22

সন্ধান চাই

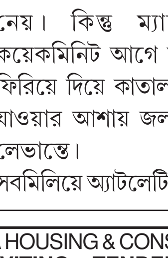

Ref :- R K Pur Women PS G.D.ENo.23 Dt. 06-01-2021 regarding missing person.
পাশের ছবিটি নিখোঁজ হওয়া একটি মহিলার, যার নাম শ্রীমতি সাগরিকা শীল (দাস) (২০), স্বামী - শ্রী অজিত দাস, সাং - মহারানি হীরাপুর, থানা - রাধাকিশোরপুর, জিলা - গোমতী ত্রিপুরা। উক্ত মহিলা গত ইং ০৬-০১-২০২১ তারিখ দুপুরবেলা আনুমানিক একটার সময় নিজ বাড়ি হইতে স্ব-ইচ্ছায় চলিয়া যায়, এখন পর্যন্ত সে তার বাড়ি ফিরে আসে নাই।
উক্ত নিখোঁজ মহিলাটি সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
যোগাযোগের নম্বর
১) এস.পি (ডি.আই.বি) গোমতী।
০৩৮২১-২২৩৫৫১/ ০৯৪০২১১৯১৩
২) ওসি আর কে পুর মহিলা থানা।
৯৪৩৬৭৭৩৫৯৬
পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা
ICA-D-159/2021-22

মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলায় করোনা বিধি মেনে চলার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের গিরিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে জটিল সমস্যার সম্মুখীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। যে কোন এলাকার উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো রাস্তাঘাটের উন্নয়ন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের গিরিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে জটিল সমস্যার সম্মুখীন।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের গিরিবাসীরা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মানুষজনদের যাতায়াতের জন্য ছড়ার উপর একটি পাকা সেতু করে দেওয়ার জন্য বারবার দাবি জানিয়ে আসছিল। স্থানীয় এডিসি ভিলেজ অফিসের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানালেও তাতে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। আক্ষেপের বিষয় হলো দীর্ঘ বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের দাবি পূরণ হলনা। অথচ ভোট এলে এলাকার উপজাতি অংশের মানুষজনরা উন্নয়নের আশ্বাস পায়।ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের দক্ষিণ গকুল নগর এডিসি ভিলেজের অধীনে সিন্ধু কুমার পাড়ায়। এই উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাটিতে প্রায় ৪২টি পরিবারের মানুষজন বসবাস করেন।

এলাকার মানুষজনদের নিজেদের তৈরি করা বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে ছড়া পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়।নিত্যদিনে যাতায়াত করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বর্ষাকালে জলস্রোতে ছড়ার উপর বাঁশের সাঁকোটি বিলীন হয়ে যায়। ওই সময় সিন্ধু কুমার পাড়ার মানুষজনরা নিজেদের ঘরে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়। কারণ এই ছড়াটি অতিক্রম করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জন্য এলাকাবাসীরা স্থানীয় দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজ এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের কর্মকর্তাদের কাছে ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য দাবী জানিয়েছেন বহুবার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মাণের কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন গিরিবাসীরা। অবিলম্বে দক্ষিন গোকুলনগর এডিসি ভিলেজে যাতায়াতকারী রাস্তায় ছড়ার ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করার জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

অবিলম্বে ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মাণ করা না হলে উপজাতীয় অংশের মানুষজন আরো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবেন। এখন দেখার বিষয় গিরিবাসীদের যাতায়াতের পথ সুগম করতে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রাজ্যেও যথাযথ মর্যাদায় সেবিকা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে বা সেবিকা দিবস পালিত হয়। তবে এ বছর করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

ঝ/দ্র১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে। প্রতিবছর আমাদের রাজ্যে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নার্সেস ডে বা সেবিকা দিবস পালিত হয়। কিন্তু এ বছর করোনা অতিমারির কারনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস বা ন্যাশনাল নার্সেস ডে পালিত হয়। আইজিএম হাসপাতালে এ উপলক্ষে নাইটেঙ্গেলসের জন্মদিন উপলক্ষে নার্সেস ডে পালিত হয়। করোনা অতিমারির কারণে এ বছর নার্সেস ডে অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। সংক্ষিপ্তভাবে আইজিএম হাসপাতালে সেবিকারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নাইটিঙ্গেলসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়। দিবসটি পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন আইসিএম হাসপাতালের নার্সরা।

আজকের এই মহৎ দিনে নার্সরা নাইট এ্যাংগেলসের জীবন আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বর্তমান সঙ্কট জনক পরিস্থিতিতে সেবাধর্মে নিজেদের কিভাবে নিয়োজিত করতে হবে নাইটেঙ্গেল সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেবিকা দিবস পালন করা হয় যথাযথ মর্যাদার সাথে বুধবার আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

করোনায় আক্রান্ত বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের শরীরে। বুধবার শীর্ষ আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত হলেও শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন বিচারপতি। কিন্তু বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় বৃহস্পতিবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে।

ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পাইকারি মূলে ভোজ্যতেল বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বুধবার সকাল থেকে পাইকারি মূল্যে সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে ভোজ্যতেল তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কালোবাজারী রোধে উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিকে পুঁজি করে একাংশের অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কালোবাজারি করে অধিক মুনাফা অর্জনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তাতে ভোক্তাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তর এর পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করা হয়েছে। ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তা সত্বেও রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজ বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছেন। ভোজ্যতেল কোন কোন জায়গায় ডাবল সেঞ্চুরি অতিক্রম করেছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ভোক্তারা। অবশেষে ভোক্তাদের কাছে পাইকারি মূল্যে সরাসরি ভোজ্য তেল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বুধবার সকাল থেকে বাণিজ্য ভবনে পাইকারি মূল্যে ভোক্তাদের হাতে ভোজ্যতেল তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তারা। চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও প্রয়োজনবোধে ভোক্তাদের হাতে পাইকারি মূল্যে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তারা।কালোবাজারী রোধে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে নিঃসন্দেহে ভোক্তাদের মধ্যে খানিকটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

অসহায় যুবতীকে ধর্ষণ গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার ব্রজেন্দ্র নগর গাও সভায় যুবতী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।পিতৃ-মাতৃ হারা চব্বিশ বছরের এক যুবতী ধর্ষনের শিকার।একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে রাতের আধারে নিজ ঘরে ঢুকে যুবতীকে ধর্ষণ করে এক নরপিচাশ। ধর্ষিতার অভিযোগ মূলে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়কে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে পুলিশের জালে। ধৃতের বাড়ি কদমতলা থানাধীন ব্রজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মতিঝিল এলাকায়। এলাকা জুড়ে তীব্র চঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানা এলাকার পিতৃ-মাতৃ হারা চব্বিশ বছরের এক যুবতীকে তার ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে ওই নরপিচাশ। ধর্ষণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জানা গেছে ব্রজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মতিঝিল এলাকার করমেন গৌড়ের ছেলে মোহন গৌড় এক সপ্তাহ পূর্বে রাতের আধারে ওই যুবতীর ঘরে প্রবেশ করে যুবতীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা যুবতীর বাবা মা অনেক আগেই পরলোকগমন করেছেন।

বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছোট একটি ভাই ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।আর তারই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নরপিচাশ মোহন গৌড় তার পাশবিক লালসা মেটায়। পরেরদিন ঘটনাটি চাউর হতেই অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড় ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এমনকি ধর্ষিতা যুবতীকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে বলে যদি ঘটনাটি নিয়ে কারোর কাছে অভিযোগ জানায় তাহলে প্রাণে মেরে ফেলবে। অবশেষে সকল ভয়-ভীতির ইতি টেনে ধর্ষিতা যুবতী কদমতলা থানায় অভিযুক্ত মোহন গৌড়ের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করে। কদমতলা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৬ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৭৬/৫০৬ আইপিসি ধারায় মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়কে বুধবার গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে ধৃত ধর্ষণকারী কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে।এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, উনারা ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দেখছেন। তাছাড়া বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়কে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা হবে বলেও জানান ওসি শ্রী সরকার। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

কৈলাসহরে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতাদের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাংচুরের ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিরোধীদল। বুধবার কৈলাশহরেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়।

গত দশ মে শান্তিরবাজারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, সুধন দাস, তাপস দত্ত সহ বামপন্থী নেতা কর্মীরা শান্তিরবাজারে দলীয় কর্মীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে শাসক দলের কর্মীরা আক্রমন সংঘটিত করে। এরই প্রতিবাদে কৈলাসহরে দলীয় কর্মী সমর্থকরা কৈলাসহর থানার সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও বিক্ষোভ সভা করে। এই বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর মহাকুমা সি.পি.আই.এম সম্পাদক বিশ্বরুপ গোস্বামী, বিধায়ক মবস্বর আলী, সি.পি.আই.এম নেতা কান্তি লাল দেব সহ আরও অনেকে। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, অবিলম্বে তদন্ত করে আসামিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আগামী দিন সারা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজারে সিপিআইএম নেতৃবৃন্দের উপর শাসকদলের দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করে চলেছে বিরোধীদল সিপিআইএম।

মন্দিরনগরীতে মাস্ক পরার জন্য সচেতনতা কর্মসূচী প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বুধবার মন্দির নগরী উদয়পুর এর বিভিন্ন স্থানে সচেতনতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। যারা মাক্স পরিধান করেননি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেনি নেতাদের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানাও আদায় করা হয়েছে। রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে।লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ।

একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও।রাজ্য সরকার ও প্রশাসন বারবার রাজ্যবাসীকে মাস্ক পরিধান করা জন্য আবেদন করছে। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হবার জন্য সবার কাছে আবেদন করেছে সরকার। তারপরও সারা রাজ্যের সঙ্গে মন্দির নগরী উদয়পুর শহরে একশ্রেণীর জনগন মাস্ক পরিধান করছেন নাএবং সামাজিক দূরত্ব বাজায় না রেখে হাট বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বুধবার মন্দির নগরী উদয়পুরের গোমতী জেলার পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার ,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ ,রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজিব দেবনাথ সহ বিশাল এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড, নিউটন রোড ,পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড. সহ বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালান।যাদের মাস্ক ছিল না কিংবা বাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে ঘুরাফেরা করেছে তাদের প্রত্যেককে জরিমানা করার পাশাপাশি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।জেলা পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার জানান প্রতিদিন মাস্ক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। মন্দির নগরী সহ প্রতিটি এলাকার জনগণকে মাক্স পরিধান করতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভয়ঙ্কর করোনা পরিস্থিতিতে এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কথা বলছিলেন স্বামীর সঙ্গে ইজরায়েলে রকেট হামলায় মৃত্যু ভারতীয় মহিলার

জেরুজালেম, ১২ মে (হি.স.): ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যে চলা সঙ্ঘর্ষের বলি হলেন একজন ভারতীয় মহিলা। মঙ্গলবার প্যালেস্তাইন থেকে যখন লাগাতার রকেট হামলা চালানো হচ্ছিল ইজরায়েলের দিকে, সেই সময় ভিডিও কলে স্বামী সন্তোষের সঙ্গে কথা বলছিলেন সৌম্যা নামের ওই মহিলা, পেশায় গৃহ সহায়িকা। কিন্তু আচমকাই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে ফোন কেটে যায়। তার পর আর সৌম্যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি সন্তোষ। বাধ্য হয়ে ইজরায়েলে সৌম্যার পরিচিত কয়েক জনকে ফোন করেন। তাতে জানতে পারেন, বাড়ির ছাদে রকেট এসে পড়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে সৌম্যার।

সৌম্যার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৭ বছর ধরে ইজরায়েলে গৃহ সহায়িকার কাজ করছিলেন কেরলের ইদুক্কির বাসিন্দা সৌম্যা। সেই সূত্রে ইজরায়েলের আশকেলন শহরে থাকতেন। সৌম্যার পএকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জমে রয়েছে জলরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন কেরলের নব নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক রন মালকা। তিনি জানিয়েছেন, ৯ বছরের একটি ছেলে রয়েছে সৌম্যার। তাঁর স্বামী এবং ছেলে কেরলেই থাকেন। আশকেলন শহরে এক বৃদ্ধার দেখাশোনা করতেন সৌম্যা। উল্লেখ্য, সোমবার থেকেই প্যালেস্তাইনি জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস এবং ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

জুন মাসের মধ্যে কোভ্যাকসিনের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ মে(হি.স.) : জুনের মধ্যে কোভ্যাকসিনের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিমাসে ১০ কোটি টিকা উৎপাদিত হবে। বুধবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

বুধবার উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পঞ্জাব, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা এবং জম্মু-কাশ্মীরের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একটি ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন হর্ষবর্ধন। বৈঠকে ওই সাত রাজ এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের টিকাকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। কীভাবে টিকাকরণের হার আরও বাড়ানো যায়, সেই বিষয়ে কথা বলেন। সূত্রের খবর ওই বৈঠকেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, জুনের মধ্যে কোভ্যাকসিনের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। জুলাই-আগস্ট মাসে উৎপাদনের হার ছয় থেকে সাতগুণ বাড়বে। সেপ্টেম্বরে গিয়ে প্রতি মাসে ১০ কোটি কোভ্যাকসিনের ডোজ উৎপাদিত হবে। জানা গিয়েছে, "আত্মনির্ভর ভারত" প্রকল্পে দেশীয় পদ্ধতিতে টিকা উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পের আওতায় ভারত বায়োটেককে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। দ্বিতীয় দফার টিকাকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যে নির্দেশও দিয়েছে কেন্দ্র।

ফের আগুন-আতঙ্ক গুজরাটে! এবার আগুন লাগল গুজরাটের ভাবনগর শহরের একটি কোভিড কেয়ার সেন্টারে। একটি হোটেল, যা কোভিড কেয়ার সেন্টারে পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানে বুধবার ভোররাতে আগুন লাগে। যদিও, দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর নেই। সমস্ত চিকিৎসাধীন রোগীদের অন্যত্র নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সময় আগুন লেগেছিল, তখন মোট ৬৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।